যেভাবে স্বামীর হৃদয় জয় করবেন

মূল
শাইখ ইবরাহিম ইবনু সালেহ আল মাহমুদ

অনুবাদ
সামী মিয়াদাদ চৌধুরী

শরঈ সম্পাদনা
সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ
ইসলামী আইন ও গবেষণা অনুষদ,
জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম মাদানিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
মুদাররিস- জামিয়া আরাবিয়া কাসেমুল উলুম, মীরহাজিরবাগ, ঢাকা।

পথিক প্রকাশন
[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

Scanned with CamScanner

অর্পণ

প্রিয়তমা!

তোমার হৃদয়ের পবিত্র ভালোবাসাটুকু চাই।

ভালোবাসার বন্ধনে বেঁধে রেখো আমায় জনম জনম।

Scanned with CamScanner

সূচিপত্র

প্রাককথন ৭
অবতরনিকা ১১
বিবাহিত জীবনে গুনাহের প্রভাব ১৫
স্বামীর প্রতি আনুগত্য ১৮
উত্তম স্ত্রী নির্বাচন ২০
একজন সুন্দরী নারী ২৪
কর্মস্থল থেকে স্বামী বাড়ি ফেরার পর তাকে অভিবাদন জ্ঞাপন .. ২৪
একজন উত্তম স্ত্রীর উদাহরণ ২৬
স্বামীর জন্য সাজ-সজ্জা ২৯
স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার ৩০
কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর ৩৬
প্রিয় মেয়ে আমার! ৩৯
অমূল্য নাসিহা ৪১
তুমিই হবে তোমার স্বামীর মনের রানী ৪১
বাবার নাসিহা ৪২
পুরুষেরা সফল হওয়ার পিছনে নারীদের অনেক ভূমিকা থাকে... .. ৪৩
দু'জন নারীর ঘটনা ৪৪
বিশৃঙ্খলা ও অগোছালো অবস্থার একটি উদাহরণ ৪৭
সংসার সুখী হয় রমণীর গুণে ৪৮
সন্তান লালন-পালন ৪৮
আন্তরিক কিছু উপদেশ ৫০
হে আমার দ্বীনি বোন! ৫০
যেভাবে স্বামীর হৃদয় জয় করবেন ৫৪
শেষ কথা ৫৫

Scanned with CamScanner

প্রাককথন

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ ﷻ-র জন্য—যিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি এ জগত সংসারের একচ্ছত্র অধিপতি। সৃষ্টির ক্ষুদ্র হতে বৃহৎ সবকিছুকেই বেষ্টন করে আছে প্রিয়তম প্রভুর সীমাহীন ভালোবাসা, দয়া ও রহমত। রাত-দিনের আবর্তনের প্রতিটি ক্ষণে আল্লাহ ﷻ-র নিদর্শন প্রকাশ পায়। বিন্দু থেকে বিন্দু সব কিছুর ইলম সেই মহাজ্ঞানী প্রভুর আয়ত্বে রয়েছে। রাতের আঁধারে ছোট্ট পিপীলিকার পায়ের আওয়াজও তিনি শুনতে পান।

অগণিত দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদে আরাবি ﷺ-এর উপর। যার নবুওয়াতি আলোকধারায় এ পৃথিবী থেকে দূরীভুত হয়েছে সব ধরনের পাপ ও যুলমাত। যার পরশে মানবজাতি খুঁজে পেয়েছে সফলতার সঠিক পথ।

শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর পূতপবিত্র পরিবারবর্গের প্রতি, তাঁর অনুসারীদের প্রতি এবং সৌভাগ্যশীল উম্মতের প্রতি। যারা সীমাহীন জুলুম-অত্যাচারের শিকার হয়েও বেছে নিয়েছেন প্রিয় নবিজি ﷺ-র পথ-পন্থা, আঁকড়ে ধরে আছেন তাঁর অনুপম আদর্শ।

আল্লাহ ﷻ মানবজাতিকে দু'ভাগে সৃষ্টি করেছেন—পুরুষ আর নারী। একজন পুরুষ নারী ছাড়া যেমন পরিপূর্ণ নন, ঠিক তেমনি একজন নারীও পুরুষ ছাড়া পরিপূর্ণ নন। সৃষ্টিগতভাবেই আল্লাহ ﷻ এদের একজনকে অপরজনের সহায়ক এবং মুখাপেক্ষী হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তাই আল্লাহ ﷻ নারী-পুরুষকে 'বৈবাহিক' বাঁধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন–

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ.

"আর নারীদের মধ্যে যাদেরকে ভাল লাগে তাদের থেকে বিয়ে করে নাও।" [সুরা নিসা : ৩]

এই নিয়মে নারী-পুরুষ একত্রে হলে তারা পরস্পর হালাল হয়ে যায়। হয়ে যায় 'স্বামী-স্ত্রী'। পৃথিবীর সবচে' আপন এবং মধুর এক বন্ধনের

Scanned with CamScanner

নাম। এই বন্ধনটি যদি গভীর ও গাঢ় হয়, তাহলে এই ধূসর দুনিয়াও মনে হবে স্বর্গরাজ্য। সুখের নীল ভূমি। জীবন কখনো কষ্টকর মনে হবে না। শুধু সুখ বইবে সর্বময়। স্বামী-স্ত্রী দু'জন দু'জনার হলে সুখের ঘুড়ি উড়বে জীবনাকাশে। প্রেম-ভালোবাসার সময়গুলো যে কীভাবে কেটে যাবে তা টের-ই পাবে না দু'জন।

অর্থ-সম্পদ সাংসারিক জীবনের মূল চাবিকাঠি নয়। সাংসারিক জীবনের সুখের একমাত্র কারণ হলো স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা। দু'জন দু'জনের বনিবনা। একজন আরেকজনের পুরো পৃথিবী হওয়া। স্বামীর ভেতর স্ত্রী পৃথিবী খুঁজে নেওয়া আর স্ত্রীর ভেতর স্বামী পৃথিবী খুঁজে নেওয়া। যেন একজন ছাড়া অন্যজন অচল। স্বামী যেন স্ত্রীর হৃদয়। আবার স্ত্রী যেন স্বামীর হৃদয়।

সুখ অর্থকড়িতে নয়—প্রেম-ভালোবাসায়। পৃথিবীর হাজার বছরের জীবনযাত্রায় প্রমাণ করে দিয়েছে যে, কোটি টাকার সংসারও পুড়ে ছাই হয়েছে। আবার শূণ্যপাতার পথের ধারের সংসারও হয়েছে সুখের স্বর্গময়। সুখের নদী। সাংসারিক জীবনে সুখের নদীতে ভাসতে স্ত্রীকে হতে হবে সুগন্ধি ফুল। সুগন্ধি বিলিয়েই জয় করতে হবে স্বামীর ভালোবাসা। সত্যিই একজন স্ত্রীই পারে পুরো সংসারকে সাজাতে। তার সুন্দর আচরণের মৌ মৌ ঘ্রাণে মুখরিত হবে স্বামীর সংসার। পরিবার। তাই তো বলা হয়—'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে।'

সুখকর দাম্পত্য জীবনে স্বামীর হৃদয় জয় করতে হলে স্ত্রীর উপর ইসলাম কতিপয় দিকগুলো পালন করার আদেশ করেন—গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি এখানে দেওয়া হলো–

১. **স্বামীর আনুগত্য করা**। শরিয়াহ বিরোধী কোন কাজ না হলে সেক্ষেত্রে স্বামীর আনুগত্য করা স্ত্রীর উপর কর্তব্য। স্বামীর আনুগত্যের মাধ্যমেই একমাত্র তার হৃদয় জয় করা যায়। পূর্বেকার যুগের নারীরা তাদের স্বামীদের হৃদয়ে ভালোবাসার বীজ বুনন করেছে একমাত্র আনুগত্যের মাধ্যমেই। আবার অভিভাবকরা তাদের মেয়েদেরকে স্বামীর কাছে অর্পণ করার আগে অনেক নাসিহা করতেন। সোনালি

Scanned with CamScanner

যুগের মেয়েরাও বড়দের উপদেশগুলোকে হৃদয়-আরশিতে গেঁথে রাখত। দাম্পত্য জীবনের সুদীর্ঘ পথের পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করত। আউফ আশ-শাইবানীর মেয়েদের বিয়ের সময় স্বামীর হাতে নিজের মেয়েকে তুলে দেওয়ার মুহূর্তে মা উমামা বিনতে হারিস মেয়েকে নির্জনে নিয়ে কিছু নাসিহা করেছিলেন–

প্রিয় মেয়ে আমার! এতদিন যে ঘরে তুমি বড় হয়েছো—সেখানে হাসি আর আনন্দেই কেটেছে তোমার দিনগুলি। প্রতিদিনই আনন্দের পশলা বৃষ্টি বয়ে যেত তোমার জীবনে। সুখ আর উল্লাসে কেটেছে তোমার কৈশোরের দুরন্তপনার সময়গুলো। এখন তুমি যৌবনের সিঁড়িতে পা রেখেছো। তোমাকে এখন অপরিচিত একজন মানুষের কাছে যেতে হবে। নতুন জীবনে পদার্পণ করার আগে আমার কয়েকটি নাসিহা শোনো—যে নাসিহাগুলো তোমার সুখী দাম্পত্যজীবনের পাথেয় হবে। হয়তো নাসিহাগুলো হতে পারে তোমার জীবনের সুখের ঝিলিক। (অনেকগুলো নাসিহার মধ্যে অন্যতম একটি নাসিহা এমনই ছিলো) প্রিয় মেয়ে আমার! তোমার স্বামী যদি তোমাকে কোন কাজের আদেশ করে, তাহলে কখনোই তা অমান্য করবে না। তার গোপন কোন বিষয় কারো কাছে প্রকাশ করবে না। তার দেওয়া সব কথাগুলো সযত্নে বুকের মধ্যখানে লুকিয়ে রাখবে। একটা কথা ভালো করে মনে রেখো—নিজের চাহিদার উপর তোমার স্বামীর চাহিদাকে প্রাধান্য না দেওয়া পর্যন্ত কখনোই তুমি তার হৃদয় জয় করতে পারবে না। আরো একটা কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শোনো—যদি তুমি তোমার স্বামীর দাসী হতে পার, তবে তোমার স্বামীও তোমার দাস হবে। [ইকদুল ফারিদ : ২/১৮৪]

২. **স্বামীর-আলয়ে অবস্থান**। একেবারে জরুরী ব্যতিত এবং স্বামীর অনুমতি ব্যতিত তাঁর বাড়ি থেকে অন্যত্র না যাওয়া।
৩. **নিজের ঘর এবং সন্তানাদির প্রতি খেয়াল রাখা**। হাদিসে আছে—রাসুল ﷺ বলেছেন, 'স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের

Scanned with CamScanner

জিম্মাদার। এ জিম্মাদারির ব্যাপারে তাকে জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে।' [সহিহ বুখারি : ২৫৪৬]

৪. **নিজের সতীত্ব হেফাজত করা।** মনে রাখবেন—আপনার নিজের সতীত্ব রক্ষা করা আপনার দায়িত্ব। যদি আপনি স্বামীর অজান্তেও অন্য কোন পরপুরুষের সাথে দেখা-সাক্ষাত, ফোনালাপ বা যেকোনোভাবে নিজের সতীত্বের কালি মাখলে এর জবাব আল্লাহ ﷻ-র কাছে আপনাকেই দিতে হবে।

এ ছাড়াও স্বামীর মন জয় করার আরো দিক রয়েছে। যেমন—তার সাথে হাসিমুখে কথা বলা। মলিন ও মিষ্টি করে ডাকা। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অগাধ ভালোবাসা থাকলে হবে না, স্বামীকে তা মন খুলে বলতে হবে। প্রতিটি স্বামীই চান স্ত্রী তাকে বলুক—"আমি আপনাকে ভালোবাসি" বা এধরণের কোন শব্দ। লজ্জা ভুলে স্বামীকে কাছে টানুন। বলুন মনের কথা। হৃদয়ের ছোট্ট কুটিরে লুকিয়ে থাকা প্রতিটি অনুভূতির কথা স্বামীকে হৃদয়খুলে বলুন। মন-মেজাজ বুঝে টুকরো-টুকরো দুষ্টুমি করলেও স্বামীর হৃদয় জয় করা যায়।

একদিন আয়িশা ؓ রাসুল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন– 'হে আল্লাহর রাসুল! আপনি আমাকে কতটা ভালবাসেন?'

রাসুল ﷺ বলেন—'তোমার আমার ভালোবাসার বন্ধনটা এমন শক্ত ও মজবুত, যেমন একটা রশির মধ্যে সুতাগুলো শক্তভাবে জড়িয়ে থাকে।' রাসুল ﷺ-এর জবাব শুনে আয়িশা ؓ খুব খুশি হলেন। এরপর থেকেই প্রায় আয়িশা ؓ রাসুল ﷺ-কে এ প্রশ্ন করতেন—'হে রাসুল! আপনি কি আমাকে আগের মতই ভালোবাসেন? ভালোবাসার বন্ধনটা কি আগের মতই আছে? নাকি হালকা হয়ে গেছে?' আয়িশার দুষ্টুমির জবাবে রাসুল ﷺ বলতেন—'তোমার আমার ভালোবাসার বন্ধনটা ঠিক আগের মতই আছে।' বাকি কথা হবে মূল বইতে ইনশা আল্লাহ।

সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ

Scanned with CamScanner

অবতরনিকা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ ﷻ-র। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি। তাঁরই সাহায্য কামনা করি এবং তাঁর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা আমাদের অন্তরের খারাবী এবং সকল খারাপ কাজ হতে বিরত থাকার জন্য আল্লাহ ﷻ-র কাছেই হেফাজত প্রার্থনা করি।

আল্লাহ ﷻ যাকে হিদায়াত দান করেন, কেউই তাকে সরল পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনা। আর আল্লাহ ﷻ যাকে ধ্বংস করতে চান, কেউই তাকে কামিয়াবী দান করতে পারেনা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমাদের সকল ইবাদত শুধুমাত্র এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ ﷻ-র উদ্দেশ্যে। হযরত মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ ﷻ-র রাসুল।

মহান আল্লাহ ﷻ কুরআনুল কারিমে ইরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ.

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিৎ ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক। এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।[১]

আল্লাহ ﷻ আরো ইরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

হে মানবসমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন। যিনি তার থেকে তার সঙ্গীনিকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় কর—যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাঞ্চা করে থাকো এবং

---

[১] সুরা আলে ইমরান : ১০২।

Scanned with CamScanner

আত্মীয়স্বজনদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন।[২]

আল্লাহ ﷻ কুরআনুল কারিমে ইরশাদ করেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا.

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।[৩]

আল্লাহ ﷻ নির্দিষ্ট কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণে নারী-পুরুষকে একে অপরের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেছেন। বিবাহ একজন ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের জন্যই বিশেষ উপকারি। যেমন:

১. আল্লাহ ﷻ-র নির্দেশ পালন। আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন-

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ.

তোমাদের পছন্দমতো নারীকে বিবাহ কর।[৪]

২. মানবজাতির বংশ পরম্পরা রক্ষা করা—যেন দুনিয়ায় বুকে প্রতিনিয়ত মানুষ আল্লাহ ﷻ-র ইবাদত করতে পারে।
৩. নিজের চরিত্রের হেফাজত করা। দৃষ্টিকে অবনত রাখা। এবং আল্লাহ ﷻ-র নির্দেশ মোতাবেক সুন্নাহ্‌র অনুসরণে নিজের কামনা-বাসনা পূরণ করা।
৪. নিজের শিকড়কে সংরক্ষিত করা।
৫. আত্মিক স্থিরতা বজায় রাখা।
৬. রাসুলুল্লাহ ﷺ-র উম্মাহ্‌র সংখ্যা বৃদ্ধি করা।
৭. সমাজকে নানাবিধ নৈতিক ও যৌন ব্যাধি থেকে নিরাপদ রাখা।

---

[২] সুরা নিসা : ১।
[৩] সুরা আহযাব : ৭০-৭১।
[৪] সুরা নিসা : ২।

Scanned with CamScanner

যাইহোক—কালক্রমে ইন্টারনেটের বৈশ্বিক বিস্তার লাভের ফলে বিভিন্ন দেশের ভেতর বর্তমানে আন্তঃসংযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের উপর অন্যান্য কাফির রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তারের কারণে এবং মুসলিমদের উপর বেশ কিছু ধ্বংসাত্মক চিন্তা-চেতনা ও সিনেমার প্রভাবে মুসলিম উম্মাহ্‌র ভেতর বৈবাহিক সমস্যা রীতিমতো দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। আর তাই এখন আদালতে দায়েরকৃত মামলার ৫০ ভাগের অধিক দেখা যায় বৈবাহিক সমস্যা সংক্রান্ত মামলা।

সে কারণে এই পীড়াদায়ক সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে আমি এ বইটি লিখছি। যার নাম আমি দিয়েছি "How to win your husband's Heart"।

এ বই লেখার কারণগুলো না বললে পাঠকদের কাছে বিষয়টি পরিস্কার হবে না। কারণগুলো হলো-

১. অধিকহারে বিবাহ সংক্রান্ত সমস্যা বৃদ্ধি পাওয়া।

২. মুসলিম সমাজে তালাক সংক্রান্ত জটিলতার প্রসার।

৩. স্বামীর বিভিন্ন ব্যাপারে স্ত্রীর অধিক হস্তক্ষেপ এবং স্বামীর নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলা।

৪. পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ধ্যান-ধারণার অনুসরণ ও কুরুচীপূর্ণ সিনেমা দেখার প্রতি মুসলিমদের অধিক আগ্রহ।

পুস্তিকাটি আমি এ বিশ্বাস থেকেই লিখছি যে, অধিকাংশ বৈবাহিক সমস্যা সৃষ্টি হয় নারীর কারণে। তাই আমি আল্লাহ ﷻ-র কাছে সাহায্য চাই, আমার এ রচনা দ্বারা যেন নারী-পুরুষ উভয়েই উপকৃত হন। বলাই বাহুল্য, একজন বুদ্ধিমতি ও আন্তরিক নারী মাত্রই জানেন কিভাবে নিজের উত্তম চরিত্র ও আচার-আচরণ এবং আনুগত্য ও সৌন্দর্যের মাধ্যমে স্বামীর ভালবাসাকে জয় করতে হয়।

সুনানু তিরমিযিতে সহিহ রেওয়ায়েতে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে : রাসুলুল্লাহ ﷺ একদা তাঁর এক সাহাবির স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন—'তোমার স্বামী কি জীবিত আছে?' স্ত্রী জবাব দিলেন—জ্বী হবে একটা ইয়া রাসুলুল্লাহ! অতঃপর রাসুলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন—'তুমি তাঁর সাথে কিরূপ আচরণ করো?' স্ত্রী জবাব দিলেন—'আমি তার আনুগত্যে কোন গাফিলতি করি না। যদি না কোন কাজ করতে

Scanned with CamScanner

আমি নিতান্তই অপারগ হই।' তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, 'তুমি অবশ্যই তোমার স্বামীর আনুগত্য করো। কারণ সে-ই তোমার জান্নাত কিংবা জাহান্নাম।' (অর্থাৎ, যদি তুমি তাকে মান্য করো, তাহলে তুমি জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যদি তাকে অমান্য করো, তুমি জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে।)

যদিও অনেক স্বামীরা তাদের স্ত্রীদের সাথে এমন আচরণ করে যেন তারা ঘরের দাসী বা চাকরাণী। এ সকল স্বামীরা তাদের স্ত্রীদের অত্যাচার করতে নিত্য নতুন পন্থা অবলম্বন করে। এমনকি কখনো-কখনো তারা তাদের স্ত্রীদের প্রহারও করে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন–

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي.

তোমাদের মধ্যে সেই সবচেয়ে উত্তম যে তার পরিবারের প্রতি উত্তম আচরণ করে। পরিবারের প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে আমি তোমাদের মাঝে সবচে' উত্তম।[৫]

আমি আল্লাহ ﷻ-র কাছে সাহায্য চাই, তিনি যেন সর্বদা আমাদের সরল পথে চলার তাওফিক দান করেন। দুনিয়া ও আখিরাতের উত্তম বস্তুর মাধ্যমে আমাদের কৃতকর্মকে কবুল করে নেন।

হে আমাদের মালিক! তুমি আমাদের চক্ষু শীতলকারীনি স্ত্রী ও উত্তম সন্তান-সন্তানাদি দান করো। এবং আমাদের মধ্য থেকে তুমি মু'মিনদের জন্য নেতা নির্বাচন করে দাও।

হে আমার প্রভু! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, আমার ঘরে যে সকল মু'মিন-মু'মিনাত অতিথি হিসেবে আগমন করেছেন তাদের এবং দুনিয়ার সকল মু'মিন মুসলমানকে তুমি ক্ষমা করে দাও। সত্যপথ বিচ্যুতকারী কাফেরদের দুনিয়া ও আখিরাত—উভয় স্থানেই তুমি ধ্বংস করো। অতঃপর এই বলে আমি আমার দু'আ শেষ করতে চাই—সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ ﷻ-র জন্য, যিনি এই সৃষ্টি জগতের মালিক।

শাইখ ইবরাহিম ইবনু সালেহ আল মাহমুদ

---

[৫] সুনানু তিরমিযি, সুনানু ইবনু মাজাহ : ১৯৭৭। সনদ সহিহ।

Scanned with CamScanner

বিবাহিত জীবনে গুনাহের প্রভাব

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, পাপকর্ম দুঃখ-দুর্দশা, হতাশা এসব হৃদয়ের কাঠিন্য বয়ে আনে এবং আনন্দকে বিষাদে ও ভালবাসাকে ঘৃণাতে রূপান্তরিত করে। একজন সালাফ বলেছেন–

"যদি আমি মহান রবের অবাধ্যতা করি—তাহলে সে গুনাহের প্রভাব আমার স্ত্রী ও ঘোড়ার আচরণে প্রতিফলিত হয়।"

ইবনুল কায়্যিম ﵀ বলেন–

গুনাহের ন্যাক্কারজনক প্রভাব দুনিয়া ও আখিরাতে মানুষের অন্তর ও দেহকে ধ্বংস করে ফেলে। যেকোন গুনাহ মানুষকে জ্ঞানার্জন থেকে বঞ্চিত করে। কারণ, জ্ঞান হচ্ছে এমন এক আলো—যা আল্লাহ ﷻ মু'মিনের অন্তরে প্রজ্জ্বলিত করেন। আর গুনাহ সেই আলোকে ম্লান করে দেয়।

একজন গুনাহগার ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহ ﷻ হতে বিচ্ছিন্ন করে একাকি হয়ে পড়ে। তার কাছে দুনিয়ার সকল ভোগ-সুখের উপকরণ থাকতে পারে, কিন্তু আত্মিক পরিতৃপ্তি থেকে সে সর্বদা বঞ্চিতই থেকে যায়। নিজের গুনাহের কারণে তার অন্তর মৃত হয়ে পড়ে এবং যেকোন সুখানুভূতি থেকে সে বঞ্চিত হয়। কারণ, একজন মৃত মানুষ নিজের ভেতর কোন আবেগ অনুভব করে না। অন্যদিকে একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই—যে সর্বদা গুনাহের কাজ পরিত্যাগ করে চলে।

এমনকি একজন গুনাহগার ব্যক্তি তার বন্ধু-বান্ধবের সাথে, বিশেষ করে সত্য পথ অনুসরণকারী বন্ধুদের সাথে থাকাকালীন সময়েও নিজেকে একাকি অনুভব করতে থাকে। যতই সে নিজেকে একাকি অনুভব করে, ততোই সে তার বন্ধুদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সবচে' নিকৃষ্ট যা ঘটে—সে শয়তানের (তার উপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক) অনুসারীদের আপন ভাবতে শুরু করে। আপনজন ও বন্ধুদের সাথে তার দূরত্ব যতই বাড়তে থাকে, সে তার স্ত্রী, সন্তান ও পরিবারের সাথে দুর্ব্যবহার শুরু করে। একাকিত্বের কারণে সে একসময় নিজের কাছে নিজেই অপরিচিত হয়ে পড়ে। এভাবে একসময় সে নিজের স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলে। যেকোন লক্ষ্য

Scanned with CamScanner

অর্জন করা তার জন্য বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। কোন কাজ সম্পন্ন করার সময় তার সকল সম্ভাবনার দুয়ার আপনা-আপনিই বন্ধ হয়ে যায়। তখন সে যেন মানুষ নামে জীবন্ত কোন লাশ! অন্যদিকে যে আল্লাহ ﷻ-কে ভয় করে এবং আল্লাহ ﷻ-র প্রতি সকল কর্তব্য সঠিকভাবে সম্পন্ন করে, আল্লাহ ﷻ যেকোন কঠিন পরিস্থিতিতে তাকে সাহায্য করেন। আল্লাহ ﷻ এমন কোন উপায়ে তাকে সাহায্য করেন, যা হয়তো তার জন্য ছিলো চরম অনাকাঙ্খিত। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহভীতিকে ত্যাগ করে, আল্লাহ ﷻ তার জন্য সবকিছু কষ্টকর করে তোলেন। সব কাজেই তার অস্থিরতার স্বীকার হতে হয়।

একজন গুনাহগার ব্যক্তি তার অন্তরে অমাবশ্যার অন্ধকারের মতো গাঁঢ় অমানিশা অনুভব করতে থাকে। অন্তরের গুনাহ এক সময় তার চোখকেও অন্ধ করে দেয়। আল্লাহ ﷻ-র কথা মেনে চললে একজন ব্যক্তি আলোর সন্ধান পায়। অন্যদিকে আল্লাহ ﷻ-র অবাধ্যতা তাকে অন্ধকার থেকে গাঁঢ় অন্ধকারে পতিত করে। এই অন্ধকার যত তীব্র হয়, গুনাহগার ব্যক্তি শয়তানের ধোঁকায় পড়ে ততোই বিভ্রান্ত হতে থাকে। এভাবে অসতর্ক অবস্থার নিয়মিত চর্চায় সে এক সময় বিদ'আত ও পথভ্রষ্টতার শিকারে পরিণত হয়। সে যেন এক অন্ধ ব্যক্তি—যে অন্ধকার রাতে একাকি রাস্তায় রাস্তায় দিগ্বিধিক ঘুরছে। বিশাল রাস্তাও যেন তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে ওঠে। এ থেকেও নিকৃষ্ট অবস্থা হচ্ছে, গুনাহের এই অন্ধকার এক সময় এতোটাই তীব্র হয় যে, তা তার চোখে-মুখে প্রতিফলিত হতে থাকে।

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﵁ বলেন-

সৎকর্ম মানুষের চেহারা ও অন্তরকে আলোকিত করে, জীবিকায় বরকত ও প্রাচুর্যতা দান করে, শরীরে শক্তি বৃদ্ধি করে এবং সৎকর্মশীল ব্যক্তিটির জন্য মানুষের অন্তরে মহব্বত সৃষ্টি করতে থাকে। অন্যদিকে গুনাহ মানুষের চেহারা ও অন্তরকে আঁধারে আবৃত করে। শরীরকে দুর্বল করে তোলে। তার জীবিকাকে সংকচিত করে ফেলে। সর্বোপরি গুনাহগার ব্যক্তিটির জন্য মানুষের অন্তরে ঘৃণার সঞ্চার হতে থাকে। এককথায়, গুনাহ একজন মানুষের হায়াতের সংকোচন ঘটায়। জীবনে একের পর এক দুর্ভোগ বয়ে আনে। তার নিয়তি ও ভবিষ্যতকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়। অন্যদিকে ইসলামি

Scanned with CamScanner

জীবনাচরণ, আল্লাহ ﷻ-র প্রতি কর্তব্যনিষ্ঠা ও সত্য পথের অনুসরণ একজন মানুষের জীবনকে অর্থপূর্ণ ও আলোকিত করে তোলে।

যে গুনাহগুলো আমাদের মুসলিম সমাজে খুব ব্যাপকতা লাভ করেছে সেগুলো হলো-

- সালাত পরিত্যাগ করা।
- সঠিকভাবে যাকাত প্রদান না করা।
- সাধ্য থাকার পরও হজ্জ আদায় না করা।
- গীবত বা পরনিন্দা।
- মদ্যপান ও ধুমপান।
- মাহরাম পুরুষ ব্যতীত বাইরে অশালীন পোষাক পরে গমন।
- সন্তানকে পশ্চিমা জাহেলি শিক্ষায় শিক্ষিত করা।
- অশ্লীল সিনেমা দেখা ও গান শোনা।
- অশ্লীল ম্যাগাজিন পড়া।
- গৃহভৃত্য ও গাড়ির চালককে বিনা কারণে ঘরে প্রবেশের অনুমতি দেয়া।
- দুষ্টু ও নীতিভ্রষ্ট লোকের সহচর্যে থাকা।
- নিজের স্বামীর অবাধ্যতা ও তাকে অমর্যাদা করা।

আমাদের সমাজে যে সকল গুনাহ খুব প্রভাব বিস্তার করেছে তার মধ্যে উপরোক্ত গুনাহগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কাজেই, আমাদের উচিত যতটুকু সম্ভব আল্লাহ ﷻ-কে ভয় করে চলা। আল্লাহ ﷻ কুরআনুল কারিমে সুরা তাহরিমের ৬ নং আয়াতে ইরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

"হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও

Scanned with CamScanner

প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহ ﷻ যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তাই করে।"

স্বামীর প্রতি আনুগত্য

ইসলাম নারীদের যেমন অধিকার প্রদান করেছে, তেমনি তাদের উপর কিছু বাধ্যবাধকতাও অর্পণ করেছে। এদের মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে একজন নারীর উপর তার স্বামীর অধিকার। একজন নারীর স্বামীই তার জান্নাত কিংবা জাহান্নাম। অর্থাৎ সে যদি তাকে মান্য করে, তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আবার কেউ যদি তার স্বামীর অবাধ্যতা করে, তবে সে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। নীচে বর্ণিত হাদিসগুলো একজন নারীকে তার স্বামীর আনুগত্য করার ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করেছে।

১.রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন-

الْمَرْأَةُ إِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَأَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ.

"যখন একজন নারী নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে, রামাদানে রোযা রাখে, নিজের সতীত্ব ও পর্দার হেফাজত করে এবং তার স্বামীর আনুগত্য করে, তবে সে জান্নাতের যেকোন দরজা দিয়ে নিজের ইচ্ছানুযায়ী সেখানে প্রবেশ করতে পারবে।"[৬]

২. রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন-

أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة.

"একজন নারীর উপর তার স্বামী সন্তুষ্ট থাকাকালীন সময়ে যদি সেই নারীর মৃত্যু হয় তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৭]

---

[৬] ইবনু হিব্বান, মুসনাদে আহমাদ, মিশকাতুল মাসাবীহ : ২৮১।
[৭] সুনানু তিরমিযি : ১১৬১। সনদ হাসান গরিব।

Scanned with CamScanner

৩. রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন-

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.

"যদি কোন স্ত্রীকে তার স্বামী সহবাসের উদ্দেশ্যে বিছানায় আমন্ত্রন জানায়, আর স্ত্রী তার স্বামীর অবাধ্যতা করে, অতঃপর স্বামী রাগান্বিত অবস্থায় সে রাত অতিবাহিত করে, তাহলে ফেরেশতাগণ সে নারীর প্রতি সুবহে সাদিক পর্যন্ত অভিসম্পাত দিতে থাকেন।"[৮]

৪. রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন-

لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن

"যদি মানুষের ভেতর একে অপরকে সিজদা করার নির্দেশ থাকতো, তাহলে আমি নারীকে বলতাম তার স্বামীকে যেন সিজদা করে।"[৯]

৫. যখন রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করা হলো, 'কোন নারী সবচে' উত্তম?' তিনি জবাব দিলেন—সেই নারী, যার স্বামী তার উপর সন্তুষ্ট। যে তার স্বামীর নির্দেশানুযায়ী কাজ করে এবং নিজের ব্যক্তিত্ব ও আচরণের ক্ষেত্রেও যে তার স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করে না।[১০]

সুতরাং যেসব স্ত্রীদের বৈবাহিক জীবনে সমস্যা রয়েছে, তাদের উচিত স্বামীর সাথে মানিয়ে চলার চেষ্টা করা এবং সুন্দর ও আনন্দঘন সম্পর্কের মাধ্যমে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করা।

---

[৮] সহিহ বুখারি : ৩৬৩৭।

[৯] সুনানু তিরমিযি, ইবনু হিব্বান, সুনানু দারেমী : ১৫০৬। সনদ হাসান।

[১০] সুনানু তিরমিযি, সুনানু দারেমী : ১৫৮৫।

Scanned with CamScanner

উত্তম স্ত্রী নির্বাচন

একজন উত্তম স্ত্রী দুনিয়ার বুকে কারো জন্য সুখের আঁকর। আল্লাহ ﷻ-র আনুগত্যের ক্ষেত্রে একজন উত্তম স্ত্রী সর্বদা তার স্বামীকে সাহায্য করে এবং সে তার স্বামীর অন্তরে প্রশান্তি সৃষ্টি করে। ভালোবাসার পরশ বুলিয়ে স্বামীর সব দুঃখ-বেদনাকে ধুয়ে-মুছে সাফ করে দেয়। উত্তম স্ত্রীই পারে হৃদয় বাগের ফুটন্ত ফুল দিয়ে স্বামীকে সাজাতে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন-

إِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.

"জীবন আনন্দদায়ক, আর সবচেয়ে মধুর আনন্দ হচ্ছে একজন উত্তম স্ত্রীর সাহচর্য।"[১১]

ইসলাম যেকোন পুরুষকে বিয়ের আগে তার ভবিষ্যত স্ত্রী সম্পর্কে খোঁজ-খবর করার নির্দেশ দেয়। বিয়ের আগেই তার নিশ্চিত হওয়া উচিত যে, তার ভাবী (ভাবনায় থাকা) স্ত্রী একজন খোদাভীরু নারী কিনা! এবং সে তার সকল ধর্মীয় বিধি-নিষেধ নিয়মিত সঠিকভাবে পালন করে কিনা! একজন স্ত্রী যদি ইসলাম সম্পর্কে কোন জ্ঞান না রাখে এবং ধর্মীয় কোন বিধি-নিষেধের পরোয়া না করে, তাহলে সে তার স্বামীর বোঝাস্বরূপ বিবেচিত হয় এবং স্বামীর জীবনকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ একজন পুরুষকে নিজের ভবিষ্যত স্ত্রী নির্বাচনের সময় তার চরিত্রের ধর্মীয় দিকগুলো বিবেচনায় রাখার প্রতি ব্যাপক জোর দিয়েছেন। কারণ, একজন তাকওয়া সম্পন্ন নারী তার স্বামীকে সবসময় ধর্মীয় কাজে সাহায্য-সহায়তা করে থাকে। আর দ্বীন ইসলাম একজন ব্যক্তির জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

---

[১১] সহিহ মুসলিম : ১৪৪৭।

Scanned with CamScanner

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন-

"আল্লাহ ﷻ যদি উত্তম স্ত্রী প্রদানের মাধ্যমে তোমাদের কাউকে বরকতময় করেন, তাহলে তিনি ﷻ সে ব্যক্তিকে তার দ্বীনের অর্ধেকের ব্যাপারে সাহায্য করলেন। কাজেই, তোমরা তোমাদের বাকি অর্ধেকের ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ-কে ভয় করতে থাকো।"[১২]

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস ﷺ-র রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন-

চারটি বস্তু মানুষের সুখের কারণ—একজন উত্তম স্ত্রী, একটি বৃহদাকার বাড়ি, একজন উত্তম প্রতিবেশী ও একটি আরামদায়ক বাহন। আর চারটি বস্তু মানুষের কষ্টের কারণ—একজন খারাপ প্রতিবেশী, একজন মন্দ স্ত্রী, একটি অস্বাচ্ছন্দকর বাহন ও একটি ক্ষুদ্রায়তনের বাড়ি।[১৩]

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন-

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ.

"তোমাদের মাঝে সেই নারীই সর্বোত্তম, যার স্বামী তার উপর সন্তুষ্ট। যে তার স্বামীর নির্দেশানুযায়ী কাজ করে এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজের ব্যক্তিত্ব, আচরন ও সম্ভ্রমের ক্ষেত্রে স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকে।"[১৪]

রাসুলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন-

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ.

---

[১২] মুসতাদরাকে হাকিম : ৪৩৬৮।

[১৩] ইবনু হিব্বান।

[১৪] সুনানু নাসাঈ : ৩২৩১। সনদ সহিহ।

Scanned with CamScanner

"চারটি কারণে তোমরা কোন নারীকে বিবাহ করো। কারণগুলো হলো—তার সম্পদ, তার পারিবারিক মর্যাদা, তার সৌন্দর্য্য ও তার দ্বীনদারিতা। কাজেই তোমাদের উচিত ধার্মিক নারী বিবাহ করা। না হলে তোমরা দুনিয়া ও আখিরাতে দুর্ভাগ্যের শিকারে পরিণত হবে।"[১৫]

হযরত সাওবান ﵁ হতে বর্ণিত-

عن ثوبان، قال: لما نزلت {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال بعض أصحابه: أنزلت في الذهب والفضة، لو علمنا أي المال خير فنتخذه؟ فقال: أفضله لسان ذاكر، وقلب شاكر، وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه.

"আমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে একটি সফরে ছিলাম, তখন নীচের আয়াতটি নাযিল হয়, যা সুরা তাওবার ৩৪ নং আয়াতের অংশ-

হে ঈমানদারগণ! পন্ডিত ও সংসারবিরাগীদের অনেকে লোকদের মালামাল অন্যায়ভাবে ভোগ করে চলছে এবং আল্লাহর পথ থেকে লোকদের নিবৃত রাখছে। আর যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা ব্যয় করে না আল্লাহর পথে, তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে এক সাহাবি জিজ্ঞাসা করলেন, "আয়াতটি কি স্বর্ণ এবং রৌপ্যের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে? যেন আমরা জানতে পারি কোন কোন কল্যাণকর সম্পদ আমাদের নিজেদের জন্য অর্জন করতে পারি?" জবাবে রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সম্পদ হচ্ছে সেই কণ্ঠ—যা সর্বক্ষণ আল্লাহ ﷻ-র যিকিরে ব্যস্ত, সেই

[১৫] সহিহ বুখারি : ৫০৯০।

Scanned with CamScanner

অন্তর—যা আল্লাহ ﷻ-র আনুগত্যে বিভোর এবং একজন বিশ্বস্ত স্ত্রী—যে তার স্বামীকে দ্বীনদারীতায় সদা সহযোগীতা করে।"[১৬]

আল্লাহ ﷻ-র বিধান অনুসরণে পারস্পরিক সহযোগীতার মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর ভেতর মনের মিলন ঘটে। পারস্পরিক সহযোগীতা মুসলিম সমাজের একটি প্রতিক। আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ করেন–

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى.

"সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অপরকে সাহায্য কর।"[১৭]

রাসুলুল্লাহ ﷺ ও মুসলিম দম্পতিদের পারস্পরিক সহযোগীতার মাধ্যমে নিজেদের ঈমানকে সঠিক অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করেছেন। তিনি ﷺ তাদেরকে আল্লাহ ﷻ-র ইবাদতে, বিশেষ করে রাত্রিকালীন ইবাদতে (তাহাজ্জুদে) নিজেদের অধিক মনোনিবেশ করতে প্রেরণা দান করেছেন।

আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত—রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ ﷻ সেই ব্যক্তিকে ক্ষমা করুন—যে রাতে ঘুম থেকে জাগে, তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে এবং তার সহধর্মীনিকেও তাহাজ্জুদের সালাতের জন্য ডেকে দেয়। যদি স্ত্রী ঘুম থেকে উঠতে স্বামীর কথা প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে সে তার স্ত্রীর মুখে পানি ছিটিয়ে তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয়। আল্লাহ ﷻ সেই নারীকে ক্ষমা করুন—যে রাতে ঘুম থেকে জাগে, তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে এবং তার স্বামীকেও তাহাজ্জুদের সালাতের জন্য ডেকে দেয়। যদি স্বামী ঘুম থেকে উঠতে স্ত্রীর কথা প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে সে তার স্বামীর মুখে পানি ছিটিয়ে তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয়।"[১৮]

আবু সাঈদ খুদরি ﷺ হতে বর্ণিত—রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন একজন ব্যক্তি নিজে রাতে ঘুম থেকে জাগে এবং তার স্ত্রীকেও ঘুম

---

[১৬] মুসনাদে আহমাদ, ইবনু মাজাহ, সুনানু তিরমিযি : ৩০৯৪। সনদ হাসান।
[১৭] সুরা মায়িদাহ : ২।
[১৮] মুসনাদে আহমাদ, সুনানু আবু দাউদ : ১৩০৮। সহিহুল জামে : ৩৪৯৪।

Scanned with CamScanner

থেকে জাগিয়ে তোলে, আর তারা দু'জনেই একত্রে দুই রাকাআত তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে, তখন তারা দু'জনেই সেসব নর-নারীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়—যারা অধিক হারে আল্লাহ ﷻ-কে স্মরণকারী হিসেবে পরিচিত।[১৯]

একজন সুন্দরী নারী

একজন বৃদ্ধার চেহারা খুব উজ্জ্বল ও সুন্দর দেখাচ্ছিলো। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি কি ধরণের সাজসজ্জা ব্যবহার করেছেন যে আপনাকে এতো সুন্দর লাগছে? জবাবে তিনি বললেন—আমি আমার ঠোঁটকে সবসময় সত্যকথনে ব্যবহার করি, আমার কণ্ঠকে আল্লাহ ﷻ-র স্মরণে ব্যস্ত রাখি, চোখের জন্য আমি নত দৃষ্টিকেই পছন্দ করি, হাতকে আমি সর্বদা উত্তম কাজে নিয়োজিত রাখি, আমার দেহকে আমি ব্যবহার করি অকপটতা ও ঋজুতার মাধ্যমে, আমার অন্তরের জন্য আমি আল্লাহ ﷻ-র ভালোবাসাকে পাথেয় করে নিয়েছি, আমার মস্তিষ্ককে আমি দ্বীনি জ্ঞানার্জনে ব্যস্ত রেখেছি, আমার আত্মা সর্বদা আল্লাহ ﷻ-র আনুগত্যে মশগুল, আর আমার কামনা-বাসনা ঈমান দ্বারা আবৃত। এই হচ্ছে আমার সৌন্দর্যের রহস্য।

কর্মস্থল থেকে স্বামী বাড়ি ফেরার পর তাকে অভিবাদন জ্ঞাপন

স্বামী তার কর্মস্থল থেকে পরিশ্রান্ত অবস্থায় ঘরে ফিরে আসে। পথে তাকে যানজট ও নানা হৈ-হুল্লোড় সহ্য করে ঘরে ফিরতে হয়। সারাদিন কাজ করার পর সন্ধ্যায় সে এমন এক স্থানে ফিরে আসে, যেখানে সে একটু প্রশান্তি কামনা করে। কামনা করে স্ত্রী-সন্তানদের উষ্ণ সান্নিধ্য। কাজেই সারাদিনের কর্ম-ব্যস্ততার পর সন্ধ্যায় স্বামী বাড়ি ফিরলে কিভাবে একজন স্ত্রী তাকে গ্রহণ করবে, এ ব্যাপারটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

---

[১৯] ইবনু মাজাহ, সুনানু আবু দাউদ : ১৩০৯। সনদ সহিহ।

Scanned with CamScanner

এমনও স্ত্রী আছেন, যারা দিন শেষে স্বামী বাড়ি ফিরে আসার সময় বাসায়ই উপস্থিত থাকেন না। দেখা যায় তখন তারা হয় নিজেদের কর্মস্থলে কাজে ব্যস্ত; নতুবা প্রতিবেশীর বাসায় বেড়াতে গিয়েছেন, কিংবা তারা তাদের বন্ধু-বান্ধব অথবা পরিবারের সাথে সময় কাটাতে ব্যস্ত। এতে স্বামীর মনে ক্ষোভের জন্ম হয় এবং স্ত্রীর অনুপস্থিতি তার মনে খারাপ প্রভাব ফেলে। কিন্তু তাদের স্বামী বাড়ি ফিরে আসার সময়টিতে স্ত্রীকে ঘরে দেখতেই পছন্দ করেন, যেন পরিশ্রান্ত একটি দিনের শেষে বাড়ি ফিরে এসে তিনি কিছুটা শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ লাভ করতে পারেন।

আবার এমনও হতে পারে স্ত্রী হয়তো বাড়িতে আছেন, কিন্তু তিনি তার স্বামী বাড়ি ফিরে আসার পর তাকে ঠিকমতো গ্রহণ করেন না। তিনি স্বামীর উপস্থিতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেন এবং স্বামীর কুশলাদি জিজ্ঞাসা না করেই তাকে একাকি রেখে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সবচে' ক্ষতিকর হচ্ছে—স্বামী বাড়ি ফেরার পরপরই মলিন মুখ নিয়ে কর্কশ কণ্ঠে নানা অভিযোগের মাধ্যমে তাকে বিরক্ত করা। এ ধরণের আচরন স্বামীকে পুনরায় নিজের কর্মস্থলে ফিরে যেতে বাধ্য করতে পারে।

স্বামীর সাথে কিরূপ আচরণ করতে হয় তা আমরা উম্মে সুলাইম ﵂ নামক একজন নারী সাহাবির উদাহরণ থেকে জেনে নেবো। নীচে ঘটনাটি বর্ণিত হলো-

উম্মে সুলাইম ﵂-র পুত্র বহুদিন ধরে ধারাবাহিক অসুস্থতার পর হঠাৎ একদিন মারা গেলেন। যখন তাঁর স্বামী আবু তালহা ﵁ বাড়ি ফিরলেন, উম্মে সুলাইম ﵂ তাঁকে পুত্রের মৃত্যুর ব্যাপারে কিছুই জানালেন না। প্রথমে তিনি তার স্বামীকে কিছু খাবার এনে দিলেন, অতঃপর তাঁরা যৌনমিলন সম্পন্ন করলেন। তারপর উম্মে সুলাইম ﵂ পুত্রের মৃত্যুর সংবাদ তাঁর স্বামীকে জানালেন।

এ ঘটনাটি ইমাম বুখারি ﵀ আনাস ইবনু মালিক ﵁-র রেওয়ায়াতে তাঁর সহিহ হাদিসে বর্ণনা করেছেন। আবু তালহা ﵁-র একজন অসুস্থ সন্তান ছিলো। একদা আবু তালহা ﵁ বাইরে থাকাকালীন সময়ে তাঁর সন্তান মারা গেলো। আবু তালহা ﵁ বাড়ি ফিরে আসার পর তাঁর স্ত্রী উম্মে সুলাইম ﵂-কে জিজ্ঞাসা করলেন—আমার ছেলে

Scanned with CamScanner

কেমন আছে? উম্মে সুলাইম ﵂ উত্তর দিলেন—'সে পূর্বের যে কোন সময়ের চেয়ে অধিক নীরবতা পালন করছে।' একথা বলে তিনি স্বামীর জন্য খাবার নিয়ে আসলেন এবং তাকে যৌনমিলনে উদ্বুদ্ধ করলেন। সব কাজ শেষে উম্মে সুলাইম ﵂ শান্ত কণ্ঠে তাঁর স্বামীকে বললেন—'ছেলেকে কবরস্থ করুন। সে মারা গিয়েছে।' আবু তালহা ﵁ ফজরের সালাতের পর রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে জানালেন তাদের সাথে কি ঘটেছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন—আল্লাহ ﷻ রাতের ঘটনার ব্যাপারে তোমার উপর রহম করুন (যার অর্থ—আল্লাহ ﷻ তোমাকে উত্তম সন্তানাদি দান করুন)। সুফিয়ান বলেন—একজন আনসার বলেন, "তাঁদের (আবু তালহা ও তাঁর স্ত্রীর) নয়জন সন্তান ছিলো এবং তারা সকলেই ছিলো কুরআনে হাফেজ।"

উম্মে সুলাইম ﵂ কতই না উত্তম প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন! একজন পিতার নিকট তার সন্তানের মৃত্যু সংবাদের চেয়ে খারাপ সংবাদ এ পৃথিবীতে আর কি হতে পারে? যদিও আবু তালহা ﵁ সংবাদটিকে খুব নমনীয় ও স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেছিলেন, তথাপি তা হয়েছিলো তাঁর স্ত্রীর বিচক্ষণতা ও প্রজ্ঞার কারণে। ঘরে ফেরার পর তিনি প্রথম প্রশ্নই করেছিলেন, 'আমার ছেলে কেমন আছে?' উম্মে সুলাইম ﵂ যখন বুঝতে পারলেন যে, তাঁর স্বামী ক্লান্ত ও অন্যমনস্ক। তিনি সরাসরি পুত্রের মৃত্যু সংবাদ স্বামীকে জানালেন না। পক্ষান্তরে জবাবে তিনি বললেন— 'সে পূর্বের যে কোন সময়ের চেয়ে অধিক নীরবতা পালন করছে'। যা দিয়ে তিনি বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, তাদের সন্তান চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছে। অধিকন্তু পুত্রের মৃত্যু সংবাদ দেওয়ার আগে উম্মে সুলাইম ﵂ তাঁর স্বামীকে খাবার খাওয়ালেন এবং তাঁর সাথে যৌনমিলন সম্পন্ন করলেন। সবকিছুর পর তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাঁর স্বামী এখন পুত্র বিয়োগের বেদনাদায়ক খবরটি শোনার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন।

একজন উত্তম স্ত্রীর উদাহরণ

এটি একজন উত্তম নারীর এক বিরল উদাহরণ। যার কথা আসলে উল্লেখ না করলেই নয়। শুরাইহ নামক একজন বিচারক একদা আশ-শাবির সাথে সাক্ষাত করলেন। আশ-শাবি শুরাইহকে তার

Scanned with CamScanner

পারিবারিক জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। শুরাইহ জবাব দিলেন—'গত ২০ বছর ধরে স্ত্রীর সাথে আমার কোন সমস্যা হয়নি।' আশ-শাবি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'এটি কিভাবে সম্ভব?'

জবাবে শুরাইহ বললেন—বিয়ের রাতে আমি যখন আমার স্ত্রীর দিকে তাকালাম, আমি তার মাঝে আকর্ষনীয় এক সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করলাম। আমি তখন নিজেকে বললাম—'আমার ওযু করা উচিত এবং দুই রাকাআত সালাত আদায় করে আল্লাহ ﷻ-র প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত।' সালাত শেষ হলে দেখতে পেলাম আমার স্ত্রীও একই সাথে সালাত আদায় করছে। অতিথিরা চলে যাওয়ার পর আমি তার কাছে গেলাম এবং তাকে ছুঁয়ে দেখার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সে বললো, 'একটু অপেক্ষা করুন ও আবু উমাইয়া (শুরাইহ), যেখানে আছেন সেখানেই থাকুন।' তখন সে আবার বললো—'সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ ﷻ-র। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁরই কাছে সাহায্য চাই এবং তাঁরই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি সালাম ও আল্লাহ ﷻ-র অশেষ রহমত বর্ষিত হোক। আমি আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিত। পৃথিবীর কোনো প্রান্তে আপনার সাথে আমার সাক্ষাত হয়নি। আজই আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানীতে দু'জন একসাথে হয়েছি। আপনার নৈতিকতা ও স্বভাব-চরিত্রের ব্যাপারে কোন ধারণা নেই। কাজেই, আপনি আমাকে আপনার পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারে বলুন। জীবন চলার পথে যেন সেগুলো মেনে আপনার সত্যিকার সহধর্মণী হয়ে থাকতে পারি।

তিনি আরো বললেন—নিশ্চয়ই আপনার গোত্রের নারীদের ভেতর থেকে কারো সাথে আপনার বিয়ে হওয়ার কথা ছিলো। তেমনি আমার গোত্রের পুরুষদের থেকেও কারো সাথে আমার বিয়ে হওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু আল্লাহ ﷻ তাঁর ইচ্ছানুযায়ী এ ব্যাপারটিকে সম্পন্ন করেছেন। আল্লাহ ﷻ আপনাকে আমার উপর কর্তৃত্ব দান করেছেন। সুতরাং আল্লাহ ﷻ-র আদেশ-নিষেধ মেনে চলুন। আমাকে আমার ন্যায্য অধিকার দিয়ে আপনার সাথে রাখুন, নতুবা আমাকে সম্মানের সাথে মুক্ত করে দিন। আমার এই বলার ছিলো। আল্লাহ ﷻ আমাদের উভয়কেই রহম করুন।

Scanned with CamScanner

শুরাইহ তখন বললেন—মনে হলো আমার এখন একটি দীর্ঘ খুতবাহ দিতে হবে। যা আমি দীর্ঘদিন ধরে দেইনি।

আমি বললাম—সকল প্রশংসা আল্লাহ ﷻ-র। আমরা একমাত্র তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁর কাছেই সাহায্য চাই এবং তাঁর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করি। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি আমাদের সালাম ও আল্লাহ ﷻ-র অশেষ রহমত বর্ষিত হোক। তুমি (তাঁর স্ত্রী) অনেক কিছুই বললে—তা যদি তুমি মেনে চলতে পারো তাহলে অবশ্যই তুমি পুরস্কারপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু যদি সেসব মেনে চলতে ব্যর্থ হও, তবে তা তোমার বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে থেকে যাবে। আমি এই-এই জিনিস পছন্দ করি আর এই-এই জিনিস অপছন্দ করি। এখন তুমি আমার ভেতর উত্তম কিছু পেলে তা প্রকাশ করতে পারো। আর আমার দোষগুলোকে তুমি ঢেকে রাখতে পারো।

স্ত্রী তখন বললো—'বেড়াতে আসা আমার আত্মীয়-স্বজনদের আপনি কি বলেছিলেন?' আমি জবাব দিলাম—'আমি চাইনা তোমার পরিবারের কেউ আমাকে কোন নির্দেশনা প্রদান করুক।'

স্ত্রী তখন বললো—'কোন কোন প্রতিবেশীর বাসায় আমি বেড়াতে যাবো?'

আমি তখন তাকে বললাম—'কোন কোন পরিবারের লোকজন ভালো, আর কোন কোন পরিবার খারাপ।'

শুরাইহ আরও বললেন—আমার বাসর রাত্রিটি ছিলো অতি চমৎকার। বিয়ের প্রথম বছরটি ছিলো রীতিমতো বিস্ময়কর। নতুন বছর আসলে একদিন আমি বিচারালয় থেকে ফেরার পর বাসায় একজন মহিলাকে দেখতে পেলাম। আমি আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম—'তিনি কে?' আমার স্ত্রী জবাব দিলো—'আপনার শাশুড়ি।' শাশুড়ি আমার দিকে তাকালেন এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে তোমার অভিমত কি?' আমি জবাব দিলাম—'স্ত্রী হিসেবে তিনি সেরা'। তখন তিনি বললেন—'ও আবু উমাইয়া! তুমি দু'টি ক্ষেত্রে তার থেকে খারাপ অবস্থানে যেতে পারো—যদি সে সন্তান প্রসব করে কিংবা তোমার প্রশ্রয় লাভ করে।

Scanned with CamScanner

আমি শপথ করে বলছি! একজন পুরুষের জন্য ভাবা উচিত—স্ত্রীর চেয়ে মন্দ কিছু আর নেই। তাই তোমার স্ত্রীকে নিজের নিয়ন্ত্রনে রেখো।'

আমি আমার স্ত্রীর সাথে ২০ বছর বাস করেছিলাম এবং একবারও তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করিনি। শুধু একবার করেছিলাম। কিন্তু তখন আমিই তার সাথে অশোভন আচরণ করেছিলাম।[২০]

একজন উত্তম স্বামী-স্ত্রী ও শাশুড়ির ঠিক এমনই হওয়া উচিত।

স্বামীর জন্য সাজ-সজ্জা

বর্তমানে অনেক স্ত্রী আছেন যারা তাদের স্বামীর জন্য সাজ-সজ্জা করেন না বললেই চলে। অথচ কোন অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগে স্ত্রীরা আয়নার সামনে দীর্ঘক্ষণ বসে তাদের চুল ঠিক করেন, সবচেয়ে সুন্দর পোষাকটি পরিধান করেন এবং নিজেকে আকর্ষনীয় করে তোলেন। কিন্তু স্বামীর প্রসঙ্গ আসলেই তারা এ ব্যাপারটি খুব একটা গ্রাহ্য করেন না। স্বামী ঘরে ফিরলে তারা পিঁয়াজ-রসুনের ঘ্রাণযুক্ত রান্নার পোষাক পরেই তাকে ঘরে আমন্ত্রণ জানান। স্ত্রীরা অনুষ্ঠানে অন্য নারী-পুরুষের জন্য সুন্দর পোষাক পরছেন, সাজ-সজ্জা করছেন কিংবা নিজেকে আকর্ষণীয় করে তুলছেন? অন্যদিকে, ঘরে নিজের স্বামীকে এ ব্যাপারে অবহেলা করছেন। একজন নারীর কর্তব্য কার প্রতি বেশী হওয়া উচিত? অনুষ্ঠানের অন্য নারী-পুরুষদের প্রতি? নাকি তার আপন স্বামীর প্রতি?

একজন বুদ্ধিমতী স্ত্রী মাত্রই জানেন কিভাবে তার স্বামীর হৃদয় জয় করতে হয়। তিনি বুঝেন তাকে প্রতিদিনই নতুনরূপে তার স্বামীর কাছে আসতে হবে। মিষ্টি কথা হচ্ছে উত্তম অলংকার। একটু দরদি মুচকি হাসিই হচ্ছে চোখ ধাঁধানো সৌন্দর্য। মিষ্টি সুগন্ধি এবং সুন্দর পোষাকই হচ্ছে মধুরতম আনন্দ। নিত্য পরিচ্ছন্নতাই হচ্ছে উত্তম পবিত্রতা ও ইবাদত। কারণ আপনি হচ্ছেন এ দুনিয়ায় এবং

---

[২০] আল মুসতাতরাফ : ২/১৮৬। ইকদুল ফারিদ : ২/১৯২।

Scanned with CamScanner

আখিরাতে আপনার স্বামীর জন্য সবচে' উত্তম সঙ্গি। ইনশাআল্লাহ। যদি আল্লাহ ﷻ ইচ্ছে করেন।

প্রিয় স্ত্রী! আপনার উচিত কুরআন ও হুরদের চরিত্র থেকে শিক্ষা নেয়া এবং আপনার স্বামীর মন জয় করার ব্যাপারে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট থাকা।

স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার

একজন নারী তার স্বামীর প্রতি যতটুকু অধিকার রাখে, স্বামী হিসেবে সেই পুরুষটির নারীর উপর অধিকার অনেক বেশি। কারণ আল্লাহ ﷻ কুরআনুল কারিমে ইরশাদ করেন-

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

"আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর নিয়ম অনুযায়ী। আর নারীদের ওপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।"[২১]

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন-

لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

"আমি যদি কোন ব্যক্তিকে সিজদা করতে আদেশ দিতাম, তাহলে স্ত্রীদের আদেশ দিতাম যে, তারা যেন তাদের স্বামীদের সিজদা করে।"[২২]

---

[২১] সুরা বাকারা : ২২৮।
[২২] ইবনু মাজাহ : ১৮৫২।

Scanned with CamScanner

রাসুলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন-

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.

"যদি কোন স্ত্রীকে তার স্বামী সহবাসের উদ্দেশ্যে বিছানায় আমন্ত্রন জানায়, আর স্ত্রী তার স্বামীর অবাধ্যতা করে, অতঃপর স্বামী রাগান্বিত অবস্থায় সেই রাত অতিবাহিত করে, তাহলে ফেরেশতাগণ সেই নারীর প্রতি সুবহে সাদিক পর্যন্ত অভিসম্পাত দিতে থাকেন।"[২৩]

অন্য একটি হাদিসেও স্ত্রীর জীবনে স্বামীর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। আবু সাঈদ খুদরি ﵁ থেকে বর্ণিত-

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنَةٍ لَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ ابْنَتِي قَدْ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَطِيعِي أَبَاكِ. فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَتْ قَرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ. قَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ.

"এক ব্যক্তি তার কন্যাকে নিয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললো—'ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমার মেয়ে বিয়ে করতে রাজি হচ্ছে না।' রাসুলুল্লাহ ﷺ মেয়েটিকে উদ্দেশ্য করে বললেন—'তোমার পিতার কথা মান্য করো।' তখন মেয়েটি বললো—'আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, যতক্ষণ না আপনি আমাকে স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার সম্পর্কে না বলবেন—আমি বিয়ে করতে রাজি হবো না।' রাসুলুল্লাহ ﷺ তখন জবাব দিলেন—'স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার হচ্ছে এরূপ—যদি স্বামীর দেহে কোন ক্ষত থেকে রক্ত-পুঁজ বেরুতে থাকে এবং স্ত্রী যদি সেই রক্ত-পুঁজ চুষে খেতে থাকে কিংবা স্বামীর নাক দিয়ে যদি রক্তযুক্ত শ্লেষা বেরুতে থাকে এবং স্ত্রী যদি

[২৩] সহিহ ইবনু হিব্বান : ৪১৬৪।

Scanned with CamScanner

সেগুলো খেয়েও ফেলে, তারপরও সে তার স্বামীর ঋণ শোধ করতে পারবে না।' একথা শুনে মেয়েটি বললো—'আল্লাহর শপথ করে বলছি, তাহলে আমি কোনদিনই বিয়ে করবো না।' রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন—তার সম্মতি ছাড়া তার বিয়ে দিও না।"[২৪]

হিস্‌সিন ইবনু মিশান ﷺ-র খালা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তার স্বামী সম্পর্কে অভিযোগ জানালে তিনি জবাব দিলেন—"আগে নিশ্চিত করো তুমি তার কথা মেনে চলছো? কারণ—স্বামীই তোমার জান্নাত কিংবা জাহান্নাম।" (যার অর্থ, যদি তুমি তাকে মেনে চলো, তুমি জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যদি তুমি তার কথা অমান্য করো, তোমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।)[২৫]

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন-

"তোমাদের স্ত্রীরা জান্নাতের অনুগত স্ত্রীদের অন্তর্ভুক্ত হবে, যদি তারা কারও ক্ষতি করে বা কারও দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবার পর স্বামীর কাছে ফিরে এসে তার হাতে হাত রেখে বলে, যতক্ষণ না আপনি আমার উপর সন্তুষ্ট হন, আমি ঘুমাবো না।"[২৬]

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন-

ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً، وَلَا يَصْعَدُ لَهُمْ حَسَنَةٌ. الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ فَيَضَعُ يَدَهُ فِي أَيْدِيهِمْ، وَالْمَرْأَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى يَرْضَى، وَالسَّكْرَانُ حَتَّى يَصْحُوَ.

"এমন তিনজন ব্যক্তি আছে যাদের সালাত আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না এবং তাদের কোন ভালো কাজ আসমান পর্যন্ত পৌঁছে না। তাদের একজন হচ্ছে সেই দাস, যে তার মালিকের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছে। মালিকের কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত তার ইবাদত কবুল হবে না। আর আরেকজন হচ্ছে সেই নারী, যে তার স্বামীর

---

[২৪] তাবরানি : ৫৪৩৪।

[২৫] সুনানু তিরমিযি, মুসনাদে আহমাদ, সুনানু নাসাঈ, মুসতাদরাকে হাকিম।

[২৬] সহিহ ইবনু হিব্বান : ৫৩৫৫। সনদ যয়িফ।

Scanned with CamScanner

অবাধ্য। স্বামী তার উপর সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তার ইবাদত কবুল হয় না। আর আরো একজন ঐ ব্যক্তি—যে নেশাগ্রস্ত; জ্ঞান ফিরা পর্যন্ত তার ইবাদত কবুল হবে না।"[২৭]

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন-

"আমি যদি কোন ব্যক্তিকে সিজদা করতে আদেশ দিতাম, তাহলে স্ত্রীদের আদেশ দিতাম যে, তারা যেন তাদের স্বামীদের সিজদা করে'। কারণ, স্ত্রীদের উপর তাদের স্বামীদের আল্লাহ প্রদত্ত কিছু বিশেষ অধিকার রয়েছে। একজন নারী তার স্বামীকে পুরোপুরিভাবে সন্তুষ্ট না করা পর্যন্ত ঈমানের পরিপূর্ণ স্বাদ লাভ করতে পারে না। এমনকি যদিও তাকে স্বামীর অনুরোধে উটের পিঠেও সহবাস করতে বলা হয়, তবুও তাকে স্বামীর কথার অনুগত থেকে সে কথা মান্য করতে হবে।"[২৮]

আয়িশা رضي الله عنها বলেন-

"হে নারীসমাজ! তোমরা যদি তোমাদের উপর তোমাদের স্বামীদের অধিকার সম্পর্কে জানতে, তবে তোমরা তোমাদের গাল দিয়ে তাদের পায়ের ধুলো পরিস্কার করে দিতে।"[২৯]

উপরে বর্ণিত হাদিসগুলো থেকে আমরা স্ত্রীদের উপর তাদের স্বামীদের অধিকার সম্পর্কে অবগত হই। কাজেই একজন নারীকে অবশ্যই তার স্বামীর অনুগত থাকতে হবে এবং স্বামীর প্রতি সকল কর্তব্য খুব যত্নের সাথে পালন করতে হবে। সকল নারীর কর্তব্য হলো দাম্ভিকতা ও অহংকার বর্জন করে স্বামীর জীবন সুখ-সাচ্ছন্দে পরিপূর্ণ করা।

একজন স্ত্রীর উচিত তার স্বামীকে সর্বদা সম্মান করা। একজন স্ত্রীর জন্য এমন কিছু করা উচিত নয় যাতে তার স্বামীর সুখ-সাচ্ছন্দে ব্যাঘাত ঘটে। স্বামী যখন তার সাথে কথা বলে, স্ত্রীর উচিত স্বামীর কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা। স্বামী সহবাসের জন্য আহ্বান জানালে

---

[২৭] সুনানু তিরমিযি, সুনানু দারেমী : ১৫০।
[২৮] মুসনাদে আহমাদ।
[২৯] সুনানু ইবনু মাজাহ : ২০৫৫। সনদ সহিহ।

Scanned with CamScanner

স্ত্রীর উচিত নয় তাকে প্রত্যাখ্যান করা। তার উচিত পূর্ণাঙ্গ পবিত্রতার সাথে মোহনীয়রূপে নিজেকে স্বামীর হাতে সঁপে দেয়া। নিষ্ঠার সাথে নিজ সংসার ও সন্তান-সন্ততিদের লালন-পালন করা। স্বামীরও উচিত আচার-ব্যবহার ও কর্তব্য নিষ্ঠায় স্ত্রীর প্রতি সততা বজায় রাখা।

স্বামীর অনুমতি ব্যতীত অতিরিক্ত নফল রোযা পালন করাও স্ত্রীর উচিত নয়। আরও উচিত নয় স্বামীর অগোচরে কাউকে বাড়িতে প্রবেশ করার অনুমতি দেয়া। এমনকি স্বামীর অনুমতি ব্যতীত বাড়ির বাইরে যাওয়াও স্ত্রীর জন্য দোষনীয়। আপন গৃহে সন্তান-সন্ততিদের লালন-পালন করা এবং তাদের সঠিক ইসলামি শিক্ষা দেয়াই একজন উৎকৃষ্ট স্ত্রীর মূল দায়িত্ব ও কর্তব্য।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যা ﵀ বলেন-

'একজন নারী তার স্বামীর ঘরে অনেকটা দাসি ও বন্দীর ন্যায়। স্বামীর অনুমতি ব্যতীত তার ঘর হতে বাইরে যাবার কোন অনুমতি নেই। এমনকি যদি তার পিতা-মাতাও তাকে এমন করতে বলে, তবুও তাকে স্বামীর অনুমতির অপেক্ষা করতে হবে।'

অধিকাংশ আলিমদেরই এ বিষয়ে ঐক্যমত রয়েছে। আর কোন স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি ধর্মীয় সকল অধিকার পূর্ণ করার পর যদি অন্য কোন স্থানে হিজরত করার সিদ্ধান্ত নেয়, কিন্তু স্ত্রীর পিতা-মাতা যদি এতে দ্বিমত পোষণ করে; তখন স্ত্রীর উচিত হবে পিতা-মাতার কথা অমান্য করেও স্বামীর প্রতি অনুগত থাকা। এ ক্ষেত্রে স্ত্রীর পিতা-মাতাই হচ্ছেন সীমালংঘনকারী। কারণ, কন্যাকে স্বামীর অবাধ্যতা করার ব্যাপারে নির্দেশ দেয়ার কোন অধিকারই তাদের নেই। আবার স্ত্রীর মা যদি তাকে তার স্বামীকে তালাক দেবার নির্দেশ দেয়, কিংবা তালাকের ব্যাপারে স্বামীকে জোর-জবরদস্তি ও বিরক্ত করতে বলে, তবুও স্ত্রীর উচিত হবে না তার মায়ের কথা মান্য করা। যদি স্বামী আল্লাহ ﷻ-র অনুগত থাকে এবং স্ত্রীর সাথে ভালোবাসা ও ইনসাফপূর্ণ আচরন করে। তাহলে পিতা-মাতার যে কোন দুষ্টু নির্দেশকে তার (স্ত্রীর) যে কোন মূল্যে এড়িয়ে যেতে হবে।

Scanned with CamScanner

সাওবান ﷺ হতে বর্ণিত—রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন-

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

"উপযুক্ত কারণ ছাড়া কোন নারী যদি তার স্বামীকে তালাক দেয়, তবে জান্নাতের সুঘ্রাণ পর্যন্ত তার জন্য হারাম হয়ে যাবে।"[৩০]

অন্য একটি হাদিসে বর্ণিত—যেসব নারীরা তাদের স্বামীদের কাছ থেকে নিজেদের আলাদা রাখে এবং তালাকের ব্যাপারে প্রতিনিয়ত তাদের উপর জোর খাটায়, তারা মুনাফিক।

যাইহোক, যদি কোন নারীর পিতা-মাতা তাকে সময় মতো সালাত আদায়ের নির্দেশ দেয়, সর্বদা সত্য বলার হুকুম করে, নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করার পরামর্শ দেয়, স্বামীর অর্জিত অর্থের অপচয় করতে নিষেধ করে, সর্বোপরি আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অনুগত হতে নির্দেশ প্রদান করে, তাহলে সেই নারীকে তার পিতা-মাতার কথা অবশ্যই মান্য করতে হবে। অন্যদিকে স্বামী যদি এমন কিছু করতে বলে যা আল্লাহ ﷻ হারাম করেছেন কিংবা এমন কিছু করতে নিষেধ করে, যা আল্লাহ ﷻ করতে নির্দেশ দিয়েছেন, তাহলে স্ত্রীর উচিত হবে না তার স্বামীর কথা মান্য করা। কারণ, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন-

لَا طَاعَةَ لِأَحَدٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ،

"একজন সৃষ্টের উচিত নয় এমন কোন কাজে নিজেকে নিয়োজিত করা, যাতে সে তার স্রষ্টার অবাধ্য হয়ে পড়ে।"[৩১]

একজন সম্রাটও যদি তার প্রজাদের আল্লাহ ﷻ-র নির্দেশ অমান্য করতে বলে, তাহলে প্রজাদের উচিত সম্রাটের অবাধ্যতা করা। তাহলে কিভাবে একজন নারী আল্লাহ ﷻ-র অবাধ্যতা অর্জন করে তার স্বামী অথবা পিতা-মাতার অনুগত হবে? একটি কথা এখানে

---

[৩০] সুনানু তিরমিযি, মুসনাদে আহমাদ : ১৯৮৮০। সনদ সহিহ।

[৩১] আল মাজমুআতুল ফাতাওয়া : ৩২/২৬২-২৬৪।

Scanned with CamScanner

জেনে রাখা উচিত—আল্লাহ ﷻ ও তার রাসুল ﷺ-এর অনুসরণই এই মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য উত্তম কিছু বয়ে আনে। আর আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রাসুল ﷺ-এর অবাধ্যতা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানেই বয়ে আনে সীমাহীন কষ্ট ও দুর্ভোগ।[৩২]

কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন : সবচে' সুন্দরী নারী কে?

উত্তর : সেই সুন্দরী—যার রয়েছে একটি সুন্দর হৃদয়, যথাযথ শিক্ষা ও উচ্চ নৈতিক মূল্যবোধ। প্রত্যেক নারীর মাঝেই কিছু না কিছু সৌন্দর্য পরিলক্ষিত হয়। তাকে তার সৌন্দর্যের সঠিক মূল্য দেয়া উচিত এবং চর্চার মাধ্যমে সেগুলোকে অক্ষুণ্ন রাখা উচিত। যদিও একজন নারীর জীবনে শারিরিক সৌন্দর্যের প্রভাব অনেক প্রবল, তবুও শারিরিক সৌন্দর্য কখনও আত্মিক সৌন্দর্যের মতো এমন দীপ্তিমান, গৌরবমন্ডিত ও দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

প্রশ্ন : সবচে' সুখী নারী কে?

উত্তর : উম্মাহ্‌র জন্য ভালোবাসা প্রদর্শন করে যে নারী, সেই সবচে' সুখী। এই ভালোবাসা তার হৃদয়কে সৌন্দর্য ও মায়া-মমতার বাঁধনে আবৃত করে। এ ভালোবাসা সর্বোপরি তাকে তার রবের আনুগত্যের আলোয় প্রজ্জলিত করে।

প্রশ্ন : সবচে' দুর্ভাগা নারী কে?

উত্তর : দুর্ভাগা নারী হচ্ছে সেই, যে তার নারীত্বকে বিসর্জন দেয়। যে মনে করে নারীর স্বাধীনতা চর্চাই একজন পুরুষের হৃদয়ে স্থান পাবার সবচে' সংক্ষিপ্ত উপায়। কিন্তু নারী বুঝেনা। এহেন স্বাধীনতা চর্চা তার ভাবমূর্তিকে কতটা বিকৃত করে এবং পুরুষের হৃদয়ে তার অবস্থানকে কতটা নাজুক করতে পারে। দুর্ভাগা নারী হচ্ছে সে—যে অমিতব্যয়ীর মতো অর্থ ব্যয় করে, বিদেশী চলন-বলনের চর্চা করে

---

[৩২] ইকদুল ফারিদ : ২/১৮৪।

Scanned with CamScanner

এবং আল্লাহ ﷻ-কে ভুলে নিজেকে খ্যাতি ও প্রাচুর্যের মাঝে সমর্পণ করে।

প্রশ্ন : স্বামীকে ভালোবাসা সত্ত্বেও কোন নারী যদি দেখে যে স্বামীর চরিত্রের কোন একটি দিক তার নিজের মেজাজ বা জীবনের লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হচ্ছে না, তখন তার কি করা উচিত?

উত্তর : যদি সে নারী আসলেই স্বামীর প্রতি তার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অক্ষুণ্ন রাখতে চায়, তাকে এ ধরনের পরিস্থিতিতে অশেষ ধৈর্য ও দক্ষতার সাথে সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে। ভালোবাসা থেকেই ভালোবাসার সৃষ্টি হয়, আর এসব ক্ষেত্রে ভালোবাসার কোন বিকল্প নেই। একজন আলেমের ভাষ্যে-

> ভালোবাসা দুর্দমনীয় চরিত্রের ব্যক্তিকেও নিয়ন্ত্রনে নিয়ে আসতে পারে এবং তার অন্তরে জাহেলিয়্যাতের বুনিয়াদকে সমূলে ধ্বংস করে দিতে পারে।

তাই আমাদের নিজেদেরই বুঝতে হবে ভালোবাসার এই অস্ত্রকে কিভাবে বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতার সাথে ব্যবহার করতে হবে।

সামান্য নির্মল হাসির বিনিময়েই একজন নারী তার স্বামীর জীবনকে হাসি-আনন্দে মুখরিত করে তুলতে পারে। এটি তার উপর দারুন প্রভাব ফেলে। সংসারের সফলতা শুধু স্বামীর উপর নির্ভর করে না। স্ত্রীর উপরও নির্ভর করে। সাংসারকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব মূলত দু'জনেরই। অনেক নারীই নিজের প্রজ্ঞা ও ভালোবাসা দিয়েই স্বামীকে সংশোধন করে ফেলে।

প্রশ্ন : একজন মু'মিন নারীর গুণ কি কি?

উত্তর : একজন মু'মিন নারী ইসলামকেই তার জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করে। আর কুরআন হয়ে ওঠে তার সেই জীবন পথে চলার আলো। সে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে এবং এ দুনিয়ার কামনা-বাসনা ও নফসের খায়েশাত হতে নিজেকে বিরত রাখে। সে জানে আল্লাহ ﷻ তাকে কোন রূপ উদ্দেশ্য ব্যতীত সৃষ্টি করেননি। এ

Scanned with CamScanner

পরাজিত উম্মাহর ভবিষ্যৎ পথ প্রদর্শকদের গর্ভে ধারণ করার জন্য তার রব তাকে সৃষ্টি করেছেন।

প্রশ্ন : একজন স্ত্রী তার স্বামীকে কিভাবে সুখী করতে পারে?

উত্তর : স্বামীর সুখ-সাচ্ছন্দের নেপথ্যে এবং তাকে দুনিয়ার প্রলোভন থেকে হেফাজত করতে স্ত্রী খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদিও এর জন্য তাকে অনেক বাঁধা-বিপত্তি অতিক্রম করতে হয়। একজন বুদ্ধিমতি নারী নিজেকে এমনভাবে উপস্থাপিত করে যে, স্বামী অন্য কোন নারীর প্রতি আসক্ত হবার সুযোগই পায় না। স্বামী তখন স্ত্রীর সুখ-সাচ্ছন্দের লক্ষ্যেই নিজের জীবনের সবকিছুর সমন্বয় সাধন করে। একজন সফল রমণী আমরা তাকেই বলতে পারি—যে তার স্বামীর পছন্দ-অপছন্দ সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখে, এবং আকর্ষণীয় পোষাক ও সাজ-সজ্জা দ্বারা স্বামীকে আকৃষ্ট করে।

একজন নারীর সবচে' বড় ভুল হচ্ছে ঘরে পোষাক-আষাক ও সাজ-সজ্জার ব্যাপারে অবহেলা করা। বিশেষ করে প্রতিদিন স্বামী বাড়ি ফিরে আসার সময় বাড়ির দরজায় স্বামীকে অভিবাদন জানানোর ব্যাপারে অবহেলা করা।

তাই এমন স্ত্রীদের স্বামীরা যখন নিজেদের সুন্দরী স্ত্রী রেখে পর নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়, তখন আমাদের আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। অন্যদিকে, অনেক কম আকর্ষনীয় নারী—কিন্তু নিজের আচার-আচরন ও সাজ-সজ্জা দ্বারা তার স্বামীকে আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়। একজন স্ত্রীই তার সংসারের সুখ-সাচ্ছন্দ কিংবা দুঃখ-কষ্টের জন্য দায়িত্বশীল।

তাই, আমি একজন নারীকে আপন ঘরে পোষাক-আষাক ও সাজ-সজ্জার প্রতি যত্নবান হবার পরামর্শ দিচ্ছি। স্বামীকে কখনই বিভিন্ন কারণে একের পর এক অভিযোগ করা ঠিক নয়। স্বামীর প্রতি যথাযথ ভালোবাসাপূর্ণ আচরনের মাধ্যমে একজন নারীর উচিত, তার নিজের ঘরকে সকলের জন্য শান্তিপূর্ণ করে তোলা। এককথায়—একজন স্ত্রীর উচিত তার স্বামীর জন্য সংসারটিকে বেহেশতে পরিণত করা।

Scanned with CamScanner

প্রিয় মেয়ে আমার!

শাইখ আহমাদ আল হিসিন তাঁর 'আল মারা'আহ আল-মুসলিমাহ আমামাহ আত-তাহাদ্বিয়াত' গ্রন্থে উল্লেখ করেন—

উমামাহ বিনতে আল-হারিস ছিলেন আরবের সম্ভ্রান্ত মহিলাদের একজন। আচার-আচরন ও জ্ঞানের জন্য তিনি খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। কিন্দা গোত্রের নেতা আল-হারিস ইবনু আমরুর সাথে তার কন্যা ইয়াস বিনতে আউফের বিয়ে হয়েছিলো। কন্যা যখন তার নতুন জীবনে প্রবেশ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন উমামাহ কন্যাকে উদ্দেশ্য করে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন।

উমামাহ বিনতে আল-হারিস তার কন্যাকে বললেন—

প্রিয় মেয়ে আমার!

কেউ যদি নিজের উচ্চ বংশ মর্যাদা ও উত্তম নৈতিকতা সত্বেও আমার কথাকে অগ্রাহ্য করে, তবে আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু আমার কথাগুলো বিচক্ষণ ও অমনোযোগী উভয়ের জন্যই সতর্কবার্তা স্বরূপ।

প্রিয় আদরের দুলালী!

শোনো—যদি নারীর জন্য তার পিতার সম্পদের প্রাচুর্যতার কারণে স্বামীকে পরিত্যাগ করার বিধান থাকতো, তাহলে আমিই হতাম সেই নারী। আমিই হতাম আমাদের জনপদে সবচে' সম্পদশীল নারী। কিন্তু আমাদের পুরুষদের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে, যেমন তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে আমাদের জন্য।

প্রিয় স্নেহের কন্যা!

যে গৃহে তুমি জন্ম নিয়েছো, যেখানে তুমি বড় হয়েছো, সে গৃহ ছেড়ে তুমি আজ চলে যাচ্ছো। যে গৃহে তুমি যাচ্ছো, সেখানকার কিছুই তোমার পরিচিত নয়। এমনকি তোমার স্বামীকেও তুমি ভালোমতো জানো না। কিন্তু এখন থেকে তুমি তোমার স্বামীরই নিয়ন্ত্রনাধীন। সে তোমার উপর পূর্ণ কর্তৃত্বশীল। সুতরাং তার সাথে এমন আচরণ

Scanned with CamScanner

করো, যেন তুমি তার দাসিস্বরূপ। দেখবে একদিন সেও তোমার দাসে পরিণত হবে।

নিজের আচার-স্বভাবের দশটি গুণের দিকে লক্ষ্য রাখবে। দেখবে, স্বামীর হৃদয়ে চিরদিনের জন্য তোমার স্থান পাকাপোক্ত হয়ে গিয়েছে।

১। পূর্ণ আনুগত্য ও পরিতৃপ্তিমূলক সাহচর্য্য। কারণ, এতেই পুরুষের হৃদয় বিগলিত হয় এবং আল্লাহ ﷻ ও এতে সন্তুষ্ট হন।

২। এমন কোন কাজ না করা, যাতে স্বামীর বিরক্তি সৃষ্টি হয়। স্বামীকে খুশী করার জন্য সর্বদা উত্তম সুগন্ধি ব্যবহার করা।

হে আমার মেয়ে!

চোখের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য সুরমা ব্যবহার করা সবচে' উত্তম, এতে নারীর সৌন্দর্য বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। আরও জেনে রাখো—পানির ব্যবহার পবিত্রতা অর্জনের সবচে' উত্তম মাধ্যম।

৩। কখনও স্বামীর ক্ষুধাকে অগ্রাহ্য করবে না এবং তার ঘুমে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে না।

৪। তার গৃহ, সম্পদ ও সন্তানের যত্ন নেবে।

৫। কখনও স্বামীর গোপনীয়তা প্রকাশ করবে না এবং তার অবাধ্যতা করবে না। কারণ, যদি তুমি স্বামীর গোপনীয়তাকে প্রকাশ করো, পুনরায় তার বিশ্বাস অর্জন করা তোমার জন্য কষ্টকর হবে। আর যদি তুমি তার অবাধ্যতা করো, এতে তার ক্রোধকে উসকে দেয়া হবে। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো—স্বামীর বিষাদে কখনও আনন্দ প্রকাশ করবে না এবং তার আনন্দেও কখনো দুঃখিত হবে না। কারণ, প্রথম কাজে তাকে অবহেলা করা হয়। আর অন্যটিতে তাকে অসম্মান করা হয়। আর তুমি স্বামীকে যতো বেশি সম্মান করবে সে তোমার প্রতি ততো বেশি সদাচরণ করবে; তুমি তার আনুগত্য যতো বেশি করবে, ততো বেশি সে তোমাকে সমর্থন করবে।

আর সবসময় মনে রাখবে—তোমাকে অবশ্যই তোমার স্বামীর মতামতকে নিজের মতামতের উপর প্রাধান্য দিতে হবে এবং স্বামীর

Scanned with CamScanner

সন্তুষ্টিকে নিজের সন্তুষ্টির উপর প্রাধান্য দিতে হবে। এছাড়া স্বামীকে আপন করে পাবার কোন অন্য উপায় নেই। আল্লাহ ﷻ তোমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন এবং তোমাকে স্বামী-সংসার নিয়ে সুখী হবার তাওফিক দিন।

অমূল্য নাসিহা

শাইখ মুহাম্মাদ ইসমাইল তাঁর 'আদওয়াতুল হিজাব' গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডে কন্যাকে দেয়া এক মায়ের কিছু উপদেশ বর্ণনা করেন। একজন মা তার কন্যার বাসর রাতে তাকে বলেন—

প্রিয় মেয়ে!

তোমার দেহকে পরিচ্ছন্ন রাখতে কখনও অবহেলা করবে না। কারণ, দৈহিক পবিত্রতা চেহারায় আলাদা এক সৌন্দর্য নিয়ে আসে। এতে স্বামীর সন্তুষ্টি অর্জন সহজ হয়। দেহ ও অন্তরের রোগ-শোককে প্রতিরোধ করবে এবং গৃহস্থালীর কাজের জন্য নিজেকে সবসময় প্রস্তুত রাখবে। সাধারণত মানুষ দুর্গন্ধযুক্ত নারীকে অপছন্দ করে, এমনকি সে তার স্ত্রী হলেও। আর স্বামীর সাথে সবসময় হাসিমুখে কথা বলবে। কারণ, 'ভালোবাসা' হচ্ছে একটি দেহ, যার আত্মা হচ্ছে 'হাসি'।

'তোহফাতুল আরাউয' গ্রন্থে বর্ণিত—সমসাময়িক অধুনা এক নারী তার কন্যাকে উপদেশ দেন-

তুমিই হবে তোমার স্বামীর মনের রানী

হে আমার কন্যা !

তুমি একটি নতুন জীবনে প্রবেশের দ্বারপ্রান্তে। জীবনের নতুন কোন পুস্পকাননে পা রাখবে। সে জীবন তুমি যেভাবে বড়ো হয়েছো তা থেকে এ নতুন জীবন সম্পূর্ণ ভিন্ন। যে জীবনে তুমি তোমার বাবা, মা, ভাই-বোন কাউকে কাছে পাবে না। তুমি এমন একজনের স্ত্রী হয়ে যাচ্ছো, যাকে ছাড়া তোমার ভালোবাসাকে অন্য কারো সাথে

Scanned with CamScanner

ভাগাভাগি করতে পারবে না। এমন কি তোমার সবচে' নিকটাত্মীয়ের সাথেও নয়। সুতরাং তোমাকে তার সন্তুষ্টির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং নিজেকে একজন উত্তম স্ত্রী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। স্বামীকে এটা বুঝাতে হবে যে, তুমিই তার জীবনের সবকিছু। তুমিই তার জীবনের সব। তুমি তাকে ছাড়া অচল। যদি তুমি তাকে এসব বোঝাতে সক্ষম হও—তবে তুমিই হবে তোমার স্বামীর মনের রাজরানি।

সবসময় মনে রাখবে—

তোমার স্বামী যদিও একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষ, তথাপি সে একজন শিশুর মতো। তোমার যে কোন মধুর আলাপ তাকে আনন্দিত করবে। সুখসাগরে ভাসাবে। তার যেন কখনও এই উপলব্ধি না হয় যে, তোমাকে বিয়ে করার পর তাকে তার পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনকে ছেড়ে দিতে হবে। সাধারণত একজন নারীই তার পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি অধিক টান অনুভব করে। কারণ, দীর্ঘদিন সে ঐ পরিবেশে ছিলো। বিয়ের পর তাকে সে পরিবেশ ছেড়ে নতুন পরিবেশে নতুন মানুষের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে হয়। আর এটাই তোমার নতুন জীবন ও ভবিষ্যত; তোমাদের নতুন পরিবার—যা তুমি ও তোমার স্বামী একসাথে মিলেমিশে গড়ে তুলবে। আমি তোমাকে তোমার বাবা, মা কিংবা ভাই-বোনদের ভুলে যেতে বলছি না। কারণ, তারাও তোমাকে ভুলে যাবে না। আমি যা বলতে চাই—তুমি তোমার স্বামীকে তার প্রাপ্য সম্মান দেবে, তাকে ভালোবাসবে এবং তার সাথে সুখে-শান্তিতে বসবাস করবে। তাহলেই তুমি তোমার জীবনে সুখের বৈঠা বাইতে বাইতে যেতে পারবে অনেকটা দূর। মানযিলে মাকসাদে।

বাবার নাসিহা

শাইখ ফু'য়াদ শাকির তাঁর "লিন-নিসা'ই ফাক্বাত" গ্রন্থে বর্ণনা করেন, মুহাম্মাদ ইবনু আবদুস সালাম আল-খুশানী ﷺ তার পুত্রকে উপদেশ দেন এই বলে যে-

Scanned with CamScanner

কথা-বার্তায় ও চাল-চলনে ঔদ্ধত্য প্রকাশকারীনি নারীকে কখনও বিয়ে করবে না। সে তোমার ভালো গুণগুলোকে অগ্রাহ্য করবে এবং তোমার ভেতরের মন্দকে প্রকাশিত করবে। তোমার বিপদের সময় সে তোমাকে ছেড়ে চলে যাবে এবং তোমার প্রতি তার কোন আকর্ষণবোধই থাকবে না। এ ধরণের নারী তার স্বামী ঘরে ফিরে আসলে সে নিজে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। আর স্বামী যখন বাইরে বের হয়, তখন সে ঘরে ফিরে। স্বামী কোন কিছুতে হাসলে সে রেগে যায়, আর স্বামী রাগ করলে সে হাসে। স্বামী তালাক দিলে সে আল্লাহর কাছে তার ক্ষোভ প্রকাশ করে। এ ধরণের নারী খুব কম সহনশীল হয় এবং সবসময় অন্য সকলের সমালোচনা করে বেড়ায়। এরা হয় কর্কশকণ্ঠী, বিরক্তিকর ও নীচু মন-মানসিকতার। দোষী হওয়া সত্বেও তারা গলাবাজি করে এবং যেনতেনভাবে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে। তারা কখনও সত্য কথা বলে না এবং নৈতিক দিক থেকে হয় জঘণ্যভাবে অধঃপতিত।

পুরুষেরা সফল হওয়ার পিছনে নারীদের অনেক ভূমিকা থাকে...

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর একজন বিখ্যাত সাহাবি হযরত যুবায়ের ইবনুল আওয়াম ؓ তার মায়ের হাতে লালিত-পালিত হন। তাঁর মা সাফিয়্যাহ ؓ ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের কন্যা। অর্থাৎ তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আপন ফুফু। যুবায়ের ؓ তাঁর মায়ের স্বভাব-চরিত্র পেয়েছিলেন, তাঁর তিন পুত্র—আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়ের ؓ, মুনযির ؓ ও উরওয়াহ ؓ। সকলেই লালিত-পালিত হয়েছিলেন তাঁদের মা আসমা বিনতে আবু বকর ؓ-র হাতে। এই তিন পুত্র ইসলামের স্বার্থে যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন।

মুয়াবিয়া ইবনু আবু সুফিয়ান ؓ স্বভাব-চরিত্র পেয়েছিলেন তাঁর মা হিন্দা বিনতে উতবা ؓ-র হতে। মুয়াবিয়া ؓ শিশু অবস্থায় থাকাকালীন সময়ে একদা হিন্দাকে বলা হয়েছিলো—

এ শিশু বড়ো হলে তার গোত্রের নেতা হবে। হিন্দা জবাব দিয়েছিলেন—আমার আশা সে একদিন পুরো দুনিয়া শাসন করবে।

Scanned with CamScanner

সুফিয়ান আস-সাওরি ﷺ-কেও তাঁর মা-ই লালন-পালন করেন। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল ﷺ ওয়াকির সূত্রে বর্ণনা করেন, সুফিয়ান আস-সাওরিকে তাঁর মা উপদেশ দেন এই বলে যে—

হে প্রিয় বৎস!

জ্ঞানার্জন করো। আমি পরিশ্রম করে তোমার সকল প্রয়োজন পূর্ণ করবো। তিনি (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত নাযিল করুন) কঠোর পরিশ্রম করতেন, যেন তাঁর পুত্র সঠিকভাবে পড়াশুনা ও জ্ঞানার্জন করতে পারে।

দু'জন নারীর ঘটনা

এ কাহিনি মূলত দু'জন সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বভাবের নারীর ভিতর পার্থক্য নিরুপন করে। তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বামীকে নিয়ে আলাদা গৃহে বাস করতো।

প্রথম নারী

সে প্রতিদিন ফজরের সালাত আদায় করে এবং তার স্বামী-সন্তানদের জন্য সকালের নাস্তার ব্যবস্থা করে।

দ্বিতীয় নারী

সে প্রতিদিন ওয়াক্তের একেবারে শেষ সময়ে ফজরের সালাত আদায় করে এবং তারপরই আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

প্রথম নারী

সকালের নাস্তার পর সে তার সন্তানদের দ্বীনি শিক্ষা ও স্কুলের জন্য তৈরি করার পাশাপাশি স্বামীকেও কর্মস্থলে যাবার জন্য তৈরি হতে সাহায্য করে।

Scanned with CamScanner

দ্বিতীয় নারী

সে প্রতিদিন দেরিতে ঘুম থেকে ওঠে এবং উঠেই তার কন্যাকে চুল আঁচড়ানোর ব্যাপারে বকাবাকা করে। ছেলে ও স্বামী ঘুম থেকে ওঠেনি বলে তাদের প্রতিও অসদাচরন করে। কাজেই দেখা যায়, এ পরিস্থিতিতে বাসার সকলেই একে অপরের প্রতি চিৎকার-চেচামেচি করছে। এ অবস্থায় তার স্বামী ও সন্তানেরা সকালের খাবার না খেয়েই ক্ষুব্ধ অবস্থায় পীড়িত মন নিয়ে বাসা ত্যাগ করে। কর্মস্থলে যাওয়ার সময় স্বামী রাস্তায় সকালের নাস্তা সম্পন্ন করে, এর ফলে কর্মস্থলে পৌঁছাতে তার দেরি হয়ে যায়। এতে মুসলিমদের ব্যবসা-বাণিজ্যেও ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয়।

প্রথম নারী

স্বামী-সন্তানেরা যার যার গন্তব্যে বের হয়ে গেলে সে ঘন্টাখানেক বিশ্রাম নেয়। তারপর সে তার দৈনিক কুরআন পাঠ সম্পন্ন করে এবং ইসলামি কোন ইসলাহি বয়ান শোনে। অতঃপর সে দুপুরের খাবার তৈরি করাসহ গৃহের অন্যান্য দৈনন্দিন কাজ-কর্মগুলো ধীরে-সুস্থে সম্পন্ন করে।

দ্বিতীয় নারী

স্বামী-সন্তানেরা যার যার গন্তব্যে বের হয়ে গেলে সে সোজা বিছানায় চলে যায় এবং দুপুর পর্যন্ত ঘুমায়। ঘুম থেকে জেগেই সে তার প্রতিবেশীর বাড়িতে বেড়াতে যায়। স্কুল ছুটির পর সন্তানেরা বাড়ি ফিরে এসে দেখে বাসা ফাঁকা পড়ে আছে। কারণ, তখনও তাদের মা প্রতিবেশীর বাড়িতে খোশগল্পে মশগুল। যখনই মা বাড়ি ফিরে আসে, তখন আবার চেচামেচি শুরু হয়। কারণ, বাচ্চাদের ক্ষিধে পেয়েছে, কিন্তু তখনও পর্যন্ত দুপুরের খাবারই তৈরি হয়নি। অতঃপর সে খুব তাড়াহুড়া করে তাদের দুপুরের খাবার তৈরি করে দেয়।

প্রথম নারী

আসরের সালাতের পর সে তার ঘর পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করে এবং বাচ্চাদের পোষাক বদলে দেয়। তারপর সে নিজেও পোষাক বদলে তৈরি হয়ে নেয়, যদি তার স্বামী তাদের বাইরে কোথাও নিয়ে যায়

Scanned with CamScanner

সেই আশায়। বাবা জেগে উঠলে বাচ্চারা তার সাথে খেলা করে। তাদের বাবাও সুন্দর পোষাক-আষাকে বাচ্চাদের দেখে খুব খুশি হয়।

দ্বিতীয় নারী

দুপুরের খাবার খেয়েই সে ঘুমিয়ে পড়ে। তার প্রতিবেশী তাকে গল্প করার জন্য জাগিয়ে তুলে। সে তার অপরিস্কার-অপরিচ্ছন্ন ঘর ও নোংরা কাপড় পরিহিত বাচ্চাদের সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে।

প্রথম নারী

স্বামীর বাড়িতে ফিরে আসার সময় হলে সে সুন্দর পোষাক পরে হাসিমুখ নিয়ে সদর দরজায় তার জন্য প্রতিক্ষা করে। সে তার জন্য খাবারের ব্যবস্থা করে এবং তাকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ করে দেয়। স্কুলের হোমওয়ার্ক তৈরি করার জন্য সে সন্তানদের অন্য ঘরে নিয়ে পড়তে বসে।

দ্বিতীয় নারী

একটু প্রশান্তির আশায় স্বামী ক্লান্ত হয়ে কর্মস্থল থেকে বাড়ি ফিরে আসে। কিন্তু বাড়ি এসেই সে দেখে সারা ঘরময় বাচ্চাদের স্কুলের পোষাক ছড়ানো। তার স্ত্রী খুব রাগান্বিত অবস্থায় রান্নার পোষাক পরেই তার সাথে দেখা করে। দীর্ঘ অপেক্ষার পর অবেশেষে খাবার তৈরি হয়। খাবার পর স্বামী একটু বিশ্রাম নিতে চায়, কিন্তু কোথাও কোন প্রশান্তি খুঁজে পায় না।

প্রথম নারী

মাগরিব ও ইশা সালাতের পর সে তার বাচ্চাদের কুরআনের ছোট ছোট কিছু সুরা ও হাদিস থেকে দু'আ শিক্ষা দেয়। অতঃপর সে বাচ্চাদের স্কুলের 'হোম ওয়ার্ক অর্থাৎ বাড়ির কাজ' দেখিয়ে দিয়ে নিজে রাতের খাবার তৈরি করতে বসে। রাতের খাবারের পর বাচ্চারা কিছুক্ষণ খেলাধুলা করে ঘুমানোর জন্য নিজেদের ঘরে চলে যায়। তখন সে পরিপাটি হয়ে স্বামীর কাছে যায়, কিছুক্ষণ খোশগল্প করে এবং সবশেষে তারা খুব আনন্দচিত্তে ঘুমিয়ে পড়ে।

Scanned with CamScanner

দ্বিতীয় নারী

মাগরিব ও ইশা সালাতের পর তার বাচ্চারা প্রতিনিয়ত হৈ-হুল্লোড় করতে থাকে এবং মধ্যরাত পর্যন্ত খেলাধুলা করে তারা নিজেদের ঘরে ঘুমাতে যায়। হৈ-হুল্লোড়ের কারণে তার স্বামীর ঘুমে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। সব সামলে স্ত্রী খুব পরিশ্রান্ত হয়ে বিছানায় যায় এবং জৈবিক ক্রিয়ার ব্যাপারে স্বামীকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে।

উপরে বর্ণিত দু'জন নারীর ব্যাপারে আপনাদের কি অভিমত?

বিশৃঙ্খলা ও অগোছালো অবস্থার একটি উদাহরণ

কর্মস্থল থেকে স্বামী বাড়ি ফিরে এসে দেখে ঘরের অবস্থা খুব অগোছালো। বাচ্চারা তাদের খেলনা দিয়ে খেলছে। তাদের খেলনা ও কাপড়-চোপড় চারিদিকে ছড়ানো-ছিটানো। বাচ্চারা নোংরা পোষাক ও শরীরে দুর্গন্ধ নিয়ে তার সাথে দেখা করতে আসে। স্ত্রী তার কাছে আসে আরও ভয়ংকররূপে, রাগান্বিত অবস্থায়, মন খারাপ করে।

দুপুরের খাবারের কথা জিজ্ঞেস করলে দেখা যায়—তা তখনও তৈরি হয়নি। দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর খাবার তৈরি হয়। কিন্তু খাবার খেতে গিয়েও শান্তি নেই। তাড়াহুড়া করে রান্না করতে গিয়ে দেখা যায় হয়তো কোনো তারকারিতে লবন বেশি, কোনোটা হয়তো পুড়ে গিয়েছে, কিংবা কোনটা ঠিকমতো সিদ্ধই হয়নি। কোনরকম খেয়ে বিশ্রাম নিতে গিয়ে দেখা যায় শোয়ার ঘরের অবস্থাও বেসামাল। অগোছোলো। এখানে সেখানে বাচ্চাদের পোষাক কিংবা খেলনা, ঘরের মেঝেতে বিস্কুটের ভাঙ্গা টুকরো, বিছানায় ছড়ানো ছিটানো চিপস এমন নানা যন্ত্রণা। স্বামীর জন্য সামান্য বিশ্রাম নেয়াও খুব কঠিন হয়ে পড়ে। আর এমন অবস্থায় স্ত্রীও তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে। দুর্ভাগা এ পুরুষের তখন কি করা উচিত?

Scanned with CamScanner

সংসার সুখী হয় রমণীর গুণে

সন্তান লালন-পালন

কোন মুসলিম নারী যদি প্রকৃতই তার স্বামীর হৃদয় জয় করতে চায়—তবে তার প্রধান কর্তব্য হচ্ছে নিজ সন্তানদের ইসলামিক অনুশাসনে বড় করে তোলা। তাদেরকে ইসলামের সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা। একজন উত্তম মা তার সন্তানের অন্তরকে খুব ধীরে ধীরে আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রাসুল ﷺ-এর ভালোবাসায় পরিপূর্ণ করে তুলবে এবং তাদের এমনভাবে লালন-পালন করবে, যেন তারা তাওহিদের সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠে।

শাইখ খাইরিয়্যাহ সাবির তাঁর 'দাওর আল-উম্ম ফি তারবিয়্যাত আত-তিফলী আল-মুসলিম' গ্রন্থে শিশুদের রাডারের সাথে তুলনা করেন—

শিশুরা হলো অনেকটা রাডার বা চুম্বকের মতো। সে যা দেখে বা শোনে সবই মনে রাখার চেষ্টা করে। কোন শিশুর মা যদি হয় সৎ, সত্যবাদি ও সাহসী, তাহলে সে শিশু একটি সুস্থ ও মানসম্মত পরিবেশে বড় হয়ে ওঠে। কিন্তু মা যদি হয় বিপথগামী, কপট, অসাধু ও অনৈতিক বোধসম্পন্ন, তাহলে সে শিশু তার মায়ের কাছে দেখে দেখে সেসব অনৈতিক দোষ-ত্রুটিগুলোই অর্জন করে। যদিও শিশুরা ইসলামি ফিতরাহ্‌র উপরই জন্মগ্রহণ করে, তবুও বাবা-মায়ের উচিত তাদের সন্তানদের ইসলামি পরিবেশে সঠিক তাওহিদের শিক্ষার মাধ্যমে বড় করে তোলা। নতুবা সঠিক ইসলামি শিক্ষার অভাবে সে সম্পূর্ণ ভুল পথে নিজের জীবনকে পরিচালিত করবে। এ প্রসঙ্গে একটি হাদিস উল্লেখ করা যাক। রাসুল ﷺ বলেছেন-

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ.

Scanned with CamScanner

"প্রত্যেক শিশুই ফিতরাতের (তাওহিদের উপরে নিষ্পাপ অবস্থায়) উপর ভূমিষ্ঠ হয়। এরপর তার পিতামাতা তাকে ইহুদি বানায়, খ্রিষ্টান বানায় এবং মুশরিক কিংবা অগ্নি-উপাসক বানায়।"[৩৩]

শাইখ আহমাদ আল-হিসিন ﷺ তাঁর 'আল-মারা'আহ আল-মুসলিমাহ আমামা আত-তাহাদ্দিয়্যাত' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, ইমাম গাজ্জালি ﷺ শিশুদের ইসলামি শিক্ষার ব্যাপারে করণীয় সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন। সেগুলো হলো—

- শিশুদের কুর'আন, নবি-রাসুলের সীরাহ (জীবনী) ও শরিয়াহ আইন সম্পর্কে বিস্তারিত শিক্ষা দিতে হবে।
- মা-বাবা, শিক্ষক ও বড়দের সর্বদা শ্রদ্ধা ও সম্মান করার শিক্ষা দিতে হবে।
- খারাপ সঙ্গ থেকে শিশুদের দূরে রাখতে হবে, কারণ তারা অনুকরণ করতে পছন্দ করে। অনুকরণের মাধ্যমে শিশুরা অনেক খারাপ কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।
- কোন ভালো কাজ করলে প্রকাশ্যে শিশুদের প্রশংসা করতে হবে। অন্যদিকে খারাপ কাজের বেলায় তাদের শাসন করতে হবে একান্তে। কোনভাবেই প্রকাশ্যে আত্মীয়-স্বজন কিংবা বন্ধু-বান্ধবের সামনে তাকে বকা-ঝকা করা যাবে না। এতে শিশুদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে, যা ভবিষ্যতের জন্য খুব ক্ষতিকর। একই সাথে তাদের বিনয় ও নম্রতার শিক্ষাও দিতে হবে।
- শিশুদের সবসময় সহনশীলতা ও ধৈর্যের শিক্ষা দিতে হবে।
- শিশুদের এমনভাবে লালন-পালন করতে হবে, যেন তারা পার্থিব রূঢ় বাস্তবতার সাথে সহজেই খাপ খাইয়ে নিতে পারে। জীবন কোন পুষ্প সজ্জা নয়, বরং অনেক কঠিন ও রূঢ়, সে ব্যাপারে শিশুদের সঠিক জ্ঞান দিতে হবে।
- খারাপ কথা-বার্তা, গালাগালি ও অযথা বাক্য বিনিময় থেকে শিশুদের বিরত রাখতে হবে।
- শিশুদের সবসময় খারাপ ও পাপ কাজের ব্যাপারে সর্তক করতে হবে। এগুলো হতে পারে চুরি, অশ্লীল কথাবার্তা

---

[৩৩] সহিহ বুখারি : ১৩৫৮।

Scanned with CamScanner

বলা, বিশ্বাসঘাতকতা কিংবা হারাম উপার্জন। এককথায় ইসলামে যেসব কাজ হারাম, সে কাজগুলো সম্পর্কে তাদের সতর্ক করে দিতে হবে। শিশুরা যেন বড় হয়ে জীবন পথে সবসময় হালাল-হারাম বিচার করে চলতে পারে।

- শিশুদের শারিরিক ব্যায়াম ও শরীর চর্চার ব্যাপারে উৎসাহ দিতে হবে। কিন্তু তা অবশ্যই হতে হবে দৈনন্দিন ইসলামি শিক্ষা ও নিজের অন্যান্য কর্তব্য সম্পন্ন করার পর। মৌলিক বিষয়াদি বাদ দিয়ে শরীর চর্চায় উদ্বুদ্ধ করা যাবে না।
- যেহেতু শিশুদের অন্তর থাকে একান্তই বিশুদ্ধ ও পবিত্র, মা-বাবার উচিত জন্মের পর থেকেই তাদের বাচ্চাদের প্রতিনিয়ত ইসলামি চর্চার ভেতর রাখা। কারণ, শিশুরা খুব অনুকরণ প্রিয় হয় এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে তারা শিশু অবস্থায় যে শিক্ষা নেয় পরবর্তী জীবনে সেগুলোর প্রভাব অধিকাংশ সময়ই খুব শক্তিশালী হয়। হোক তা ভালো কিংবা মন্দ।

আল্লাহ ﷻ উত্তম চরিত্রসম্পন্ন সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে আমাদের উপর বরকত নাযিল করুন। আমিন।

আন্তরিক কিছু উপদেশ

শাইখ সাঈদ আল-জান্দাল তাঁর 'আল-জ্বিন-নায়িম ফি জিল্লীল ইসলাম' গ্রন্থে আমাদের জন্য শিক্ষনীয় কিছু উপদেশ বর্ণনা করে গিয়েছেন।

হে আমার দ্বীনি বোন!

ইসলাম আপনাকে তাওহিদের মাধ্যমে সম্মানিত করেছে এবং আপনাকে এমন কিছু অধিকার ও বাধ্যবাধকতা প্রদান করেছে, যা পৃথিবীর অন্য কোন নারী কল্পনাও করতে পারে না। অন্য ধর্মের, অন্য ভূমির কিংবা অন্য সময়ের নারীরা এই গুণগুলো কখনও অর্জন করতে পারেনি। ইসলামে বর্ণিত নারীর এই অধিকার ও বাধ্যবাধকতা এমন

Scanned with CamScanner

এক অনুপম গুণের সমন্বয়, যা পৃথিবীর প্রধান প্রধান সভ্যতাগুলোর নারী-আইনের তুলনায় সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম।

বোন আমার!

আপনি আপন দ্বীনের ব্যাপারে গর্ববোধ করুন এবং এর শিক্ষাগুলোকে আঁকড়ে ধরে জীবনে এগিয়ে যেতে দৃঢ় প্রত্যয়ী হোন। ইসলাম আপনার জীবনকে মহিমান্বিত করেছে। আর ইসলামের শিক্ষার মাধ্যমেই দুনিয়া ও আখিরাতে আপনি কামিয়াবী হাসিল করতে পারবেন। ইসলাম প্রদত্ত অধিকার ও বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে জানতে হলে আপনাকে এ ব্যাপারে সঠিকভাবে গভীর অধ্যয়ণ করতে হবে। এরূপ অধ্যয়ণ মহিমান্বিত এ দ্বীন সম্পর্কে আপনার জ্ঞানার্জনকে আরও সহজ করবে। আপনি পরিস্কারভাবে দ্বীনের এমন সব খুঁটিনাটি বিষয় বুঝতে সক্ষম হবেন, যেসব ব্যাপারে এখনকার অনেক মুসলিম নারীরাই পশ্চিমা ধ্যান-ধারনার দোষে দুষ্ট। তারা পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাবে ঢালাওভাবে ইসলামের সমালোচনা করে থাকেন এবং ঔদ্ধত্য ভরে এ দাবিও করেন যে, ইসলামে নারীর কোন অধিকারই নেই। আর এ কারণেই তারা এমন এক শয়তানী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছেন, যা বর্তমানে 'নারী অধিকার আন্দোলন' হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। মূলতঃ ইসলামি সমাজ ও সংস্কৃতিতে যার কোন ভিত্তিই নেই।

হে আমার দ্বীনি বোন!

আপনি ইসলামি পতাকার নীচে বসবাস করছেন। ইসলাম মানব জীবনের প্রতিটি বিষয় সম্পর্কেই আমাদের দিক-নির্দেশনা দিয়ে থাকে। আপনি এ ধর্মের আইন-কানুন দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সম্মানিত, আর দুনিয়ার খারাবি থেকেও আপনি সম্পূর্ণ নিরাপদ। অতএব, আপনি নিজের ভেতর এমন এক ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে সচেতন হোন, যা অবিশ্বাসী কাফেরদের চরিত্র থেকে হবে সম্পূর্ণ আলাদা। আল্লাহ ﷻ-র আদেশ-নিষেধ ও ইসলামি আইন-কানুন সঠিকভাবে পালনের মাধ্যমে আপনি ধার্মিক ও ন্যায়নিষ্ঠ একজন মুসলিম নারী হিসেবে আপনার পরিবারে ও সমাজে উদাহরণ সৃষ্টি করুন। উচ্চ নৈতিকতা ও উন্নত চরিত্রের মাধ্যমে আপনি হয়ে উঠুন সততা, সচ্চরিত্রতা ও পবিত্রতার উত্তম উদাহরণ।

Scanned with CamScanner

হে আমার দ্বীনি বোন!

দুনিয়ার মোহাচ্ছন্নতায় পড়ে নিজেকে ভুল পথে পরিচালিত করবেন না। পশ্চিমা সভ্যতা ও সংস্কৃতির মিথ্যা বুলিতে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবেন না। তার মতো দুর্ভাগা আর কে আছে, যে দুনিয়ার মোহে পড়ে নিজের জীবন বিসর্জন করে এমন এক পথে, যার সাথে ইসলামের রয়েছে মৌলিক সংঘর্ষ। যেসব নারীরা ইসলামের মৌলিক বিধি-নিষেধ ও নীতি-নৈতিকতা ত্যাগ করে নিজেদের পশ্চিমা সংস্কৃতিতে ভাসিয়ে দিয়েছে, তাদের জীবনযাত্রাকে আপনার সম্পূর্ণভাবে পরিহার করতে হবে।

হে আমার দ্বীনি বোন!

ইসলাম আপনার অন্তরকে আলোকিত করার মাধ্যমে আপনাকে সম্মানিত করেছে। কাজেই, অন্য দ্বীন ও ধর্ম কিংবা সংস্কৃতির অনুসরন করে নিজের সম্মানকে ভুলুণ্ঠিত করবেন না। এমন কোন নারীর অনুকরণ করবেন না, যে দ্বীন ইসলামকে নিজের জীবন বিধান হিসেবে প্রত্যাখ্যান করেছে। আপনাকে নিজের বিশ্বাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হতে হবে, কারণ আপনিই সঠিক পথে আছেন আর বাকিরা চলছে সম্পূর্ণ ভুল পথে। সুতরাং, বিপথগামী ও নীতিহীন মিথ্যা সমালোচনা ও নিন্দার বিরুদ্ধে আপনাকে আল্লাহ ﷻ-র উপর ভরসা করে ধৈর্য্যধারণ করতে হবে। কারণ মিথ্যের বিরুদ্ধে সত্যের, মন্দের বিরুদ্ধে ভালোর এবং শয়তানী শক্তির বিরুদ্ধে ন্যায়পরায়ণতার এ যুদ্ধ কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে ইনশা আল্লাহ।

হে আমার দ্বীনি বোন!

সঠিক পথের অনুসরণ ও নিজের উন্নত চরিত্র দ্বারা আপনি এ সমাজে এমন একটি প্রজন্মের সৃষ্টি করবেন, যারা দ্বীন ইসলাম ও সমাজের প্রতি নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে থাকবে সম্পূর্ণ সচেতন।

হে আমার দ্বীনি বোন!

আপনিই পারেন আপনার গৃহকে একটি উত্তম শিক্ষালয়ে পরিণত করতে। যেখান থেকে আপনার সন্তান এমন কিছু শিখবে যা সুস্থ ও সুন্দর। ইসলামি নৈতিকতার উপর ভিত্তি করে একটি সুন্দর ও সুস্থ

Scanned with CamScanner

বোধসম্পন্ন প্রজন্ম গড়ে তোলার জন্য আপনাকে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হতে হবে। লালন-পালনের জন্য নিজের সন্তানকে অমুসলিম কোন পরিচারিকার কাছে ছেড়ে দেবেন না। তাদেরকে অমুসলিম দ্বারা পরিচালিত কোন বিদ্যালয়ে পাঠাবেন না। যদি আপনি তা করেন, তাহলে নিজের অজান্তেই আপনার সন্তানেরা এমন পরিবেশে বড় হবে, যে পরিবেশের সাথে তার দ্বীন ও ধর্মের কোন সম্পর্কই নেই। আর অভিভাবক হিসেবে এর দায়ভার আপনাকেই নিতে হবে।

হে আমার বোন!

নিজ সন্তানের ধর্মচ্যুতি ও পথভ্রষ্টতার কোন প্রকার সুযোগ উন্মোচন করবেন না। কারণ, আল্লাহ ﷻ-র নিকট ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের কোনপ্রকার গ্রহণযোগ্যতা নেই।

ইসলামের শত্রুদের দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয়ে নিজ সন্তানকে পাঠিয়ে তার জীবনকে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেয়া আপনার উচিত নয়। আজ হোক কিংবা কাল, আত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে আপনার সন্তান তার অমুসলিম শিক্ষকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়বে। তারা এমন এক সংস্কৃতি, নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে গড়ে উঠবে, যার সাথে আপনি আপনার পরিচিত সংস্কৃতি, নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধের কোন মিলই খুঁজে পাবেন না। একথা কল্পনাও করবেন না যে, একটি অমুসলিম বিদ্যালয় থেকে আপনার সন্তান ইসলামের সঠিক জ্ঞান অর্জন করবে।

হে আমার দ্বীনি বোন!

আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত—রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন-

"তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য সেটাই পছন্দ করবে, যা তার নিজের জন্য পছন্দ করে।"[৩৪]

কাজেই আমার আশা—আপনি আপনার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ ﷻ-র দেয়া বিধি-নিষেধকে কঠিনভাবে মূল্যায়ণ করবেন, এবং

[৩৪] সহিহ মুসলিম : ৪৫।

Scanned with CamScanner

সে অনুযায়ী নিজের জীবন পরিচালিত করবেন। আল্লাহ ﷻ অসন্তুষ্ট হন এমন সকল বিষয় আপনি পরিহার করবেন। এর মাধ্যমেই দুনিয়া ও আখিরাতে আপনি সুখি হতে পারবেন। ইনশা আল্লাহ।

যেভাবে স্বামীর হৃদয় জয় করবেন

ইসলামি নৈতিকতা ও মূল্যবোধসম্পন্ন নারী মাত্রই জানেন কিভাবে তার স্বামীকে সন্তুষ্ট করে তার হৃদয় জয় করে নিতে হয়। স্বামীর হৃদয় জয় করার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নীচে আলোচনা করা হলো-

- আল্লাহ তা'আলার দেয়া বিধি-নিষেধের প্রতি অনুগত হওয়া।
- পাপ কাজ থেকে বিরত থাকা।
- স্বামীর প্রতি অনুগত হওয়া এবং তার সাথে সবসময় সহৃদয় আচরন করা।
- ঘর-দোর পরিস্কার রাখা এবং স্ত্রী হিসেবে নিজেকে পবিত্র রাখা।
- সন্তান-সন্ততিদের ইসলামের সঠিক শিক্ষা প্রদান করা।
- স্বামীর দৈনন্দিন যত্ন নেয়া।
- দিন শেষে স্বামী কাজ থেকে বাড়ি ফিরলে হাসিমুখে তাকে অভিবাদন জানানো এবং তার জন্য বাড়িতে একটি প্রশান্তিময় পরিবেশ সৃষ্টি করা।
- স্বামীর প্রতি ভালোবাসা ও সম্মান প্রদর্শন করা।
- স্বামীর পরিবারের অন্যান্য সদস্য, বিশেষ করে তার মা-বাবার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা।
- স্বামীর প্রতি সদাচরন করা এবং উত্তম নৈতিকতার মাধ্যমে তার সন্তুষ্টি অর্জন করা। কারণ, নৈতিকতাই হচ্ছে একজন নারীর প্রকৃত সৌন্দর্য। নৈতিকতা বিবর্জিত একজন মুসলিম নারীর কথা আমরা কেউ কল্পনাই করতে পারি না। এটা বড় দুঃখজনক ব্যাপার। এ ধরণের নারীরা তাদের স্বামীর সামনে উঁচু স্বরে কথা বলে এবং পরিবারের অন্যান্য বয়স্কদের ব্যাপারে সারাক্ষণ মুখ গোমড়া করে রাখে। তারা উদ্ধত স্বভাবের ও অহংকারী হয়ে থাকে এবং সবার প্রতি

Scanned with CamScanner

খুব অসম্মানজনক আচরন করে। আর এটাই কি একজন মুসলিম নারীর চরিত্র হওয়া উচিত?

আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন–

الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.

"যারা স্বচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, বস্তুতঃ আল্লাহ ﷻ সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন।"[৩৫]

রাসুলুল্লাহ ﷺ ও আমাদের নৈতিক মূল্যবোধের ব্যাপারে উৎসাহিত করেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন—সহৃদয়তা হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম চরিত্রের লক্ষণ।

আবু দারদা ﷺ হতে বর্ণিত—রাসুলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন, মীযানের পাল্লায় সচ্চরিত্রের চেয়ে অধিক ভারী আর কিছুই নেই।[৩৬]

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত—একদা রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করা হলো—কোন কোন গুণাবলী মানুষকে সবচে' বেশি জান্নাতে প্রবেশ করাবে? রাসুলুল্লাহ ﷺ জবাব দিলেন—যেসব গুণাবলী মানুষকে সবচে' বেশি জান্নাতে প্রবেশ করাবে তার অধিকাংশই হল তাক্বওয়া (আল্লাহ ﷻ ভয়) ও উত্তম চরিত্র।[৩৭]

শেষ কথা

এই ছোট পুস্তিকার মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ আমার মুসলিম ভাই-বোনদের উপর কল্যাণের অশেষ বারিধারা বর্ষণ করুন। বইটি শেষ করার পর মনে হচ্ছে, মুসলিম পারিবারিক জীবনের সকল দিক বিবেচনা করে

---

[৩৫] সুরা আলে ইমরান : ১৩৪।
[৩৬] সুনানু আবু দাউদ : ৪৭৯৯। সনদ সহিহ।
[৩৭] সুনানু তিরমিযি : ২০০৪। ইবনু মাজাহ : ৪২৪৬। সনদ সহিহ।

Scanned with CamScanner

এখানে আমি সকল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে পারিনি। যদিও আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। কিন্তু তারপরও এ গ্রন্থে যদি কোন ভুল-ভ্রান্তি থেকে থাকে, তবে তা সম্পূর্ণ এই গুনাহগার বান্দার গাফলতি ও আমার অন্তরে শয়তানের ওয়াসওয়াসার ফলস্বরূপ। আর যদি এ সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে মানুষের নিকট উত্তম কিছু পৌঁছায়, তবে তা একান্তই আমার রব আল্লাহ ﷻ-র রহমত। আমাদের সকলের পক্ষ থেকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর রওযা মুবারকে অগণিত দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক। আমিন।

Scanned with CamScanner

স্বামীর হৃদয় রানী হওয়ার ৬০টি উপায়

সংকলন ও অনুবাদ : মুহসীন আব্দুল্লাহ

১. নারীসুলভ আচরন করুন! নারীর কমনীয়তা ধারণ করুন। একজন পুরুষ কখনো আরেক পুরুষকে তার স্ত্রী হিসেবে চায় না।

২. আকর্ষনীয় পোশাক পরিধান করুন। দিনের বেলা রাতে ঘুমানোর পোশাক গায়ে দিয়ে থাকবেন না।

৩. ঘ্রাণময় থাকুন।

৪. বাইরে থেকে আসা মাত্রই সব সমস্যার কথা তাকে বলা শুরু করবেন না। তাকে একটু বিশ্রাম দিন।

৫. তাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যাবেন না। ..এটার কী হবে? ওটার কী হলো? এখন কী ভাবছেন? ওইটা নিয়ে একটু ভেবেছেন?

৬. অনবরত নাকামো বন্ধ করুন। আল্লাহ তাকে শুধু অভিযোগ শোনার জন্য আপনার স্বামী করে পাঠাননি।

৭. আপনার পারিবারিক সমস্যা যাকে তাকে বলে বেড়াবেন না। এমনকি তাদের সাহায্যের প্রয়োজন হলেও না।

৮. আপনার শাশুড়ির প্রতি সদয় হোন সেভাবে যেভাবে আপনার স্বামী আপনার মায়ের প্রতি সদয় হলে আপনি খুশি হবেন।

৯. শিখুন ইসলাম আপনাদের একে অন্যের প্রতি কী অধিকার ও দায়িত্ব ন্যস্ত করেছে। আপনার দায়িত্ব পালনে মনোযোগী হোন, অধিকার আদায়ে নয়।

১০. তাকে বলুন, "আমার দেখা তুমিই শ্রেষ্ঠ স্বামী"।

১১. সে বাড়ি আসলে তার কাছে ছুটে যান। যেন আপনি তার আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন। হাসিমাখা মুখে জড়িয়ে ধরুন।

১২. তার দুর্বলতাগুলোর (মুখাবয়ব, বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদির) প্রতি ইতিবাচক হোন, প্রশংসা করুন। এটা তার আত্মমর্যাদাবোধ তৈরি করবে।

১৩. স্বামীকে বলুন আপনি তাকে অনেক অনেক ভালোবাসেন।

১৪. তার নিকাত্মীয়দের মাঝেমাঝে ফোন করুন।

১৫. বাড়িতে তাকে হালকা কাজ দিন। কাজ করে দিলে ধন্যবাদ দিন। এটা তাকে আরো কাজ করতে উৎসাহ জোগাবে।

Scanned with CamScanner

১৬. আপনার স্বার্থে যায় না এমন বিষয়েও সে যখন কথা বলে শুনুন, মাথা নাড়িয়ে সাঁয় দিন। এমনকি তাতে ছোটো ছোটো প্রশ্ন করে অংশ নিন যেন আপনি তাতে আগ্রহী।

১৭. ভালো কাজে তাকে উৎসাহিত করুন।

১৮. যদি তার মন খারাপ থাকে তাকে একা থাকতে দিন। ইনশাআল্লাহ, দ্রুতই সে খারাপ অবস্থা কাটিয়ে উঠবে।

১৯. তার অন্ন ও বাসস্থান আয়োজনে আন্তরিক ধন্যবাদ দিন। এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ।

২০. যদি সে আপনার ওপর রেগে যায় এবং চিৎকার চেচামেচি শুরু করে, তাকে চেচামেচি করতে দিন। এসময় চুপচাপ থাকুন। দেখবেন দ্রুতই ঝামেলা চুকে গেছে। এরপর সে যখন ঠান্ডা হবে, তখন আপনার কথা বলুন। আপনি তার ভালোর ব্যাপারে যা চিন্তা করেছিলেন বলুন।

২১. আপনি যখন তার ওপর রেগে যাবেন তাকে বলবেন না "তুমি আমাকে ক্ষেপিয়েছ" বলুন "এই ব্যাপারটা দেখে আমি ক্ষেপে গেছি।" পরিবেশ পরিস্থিতির ওপর আপনার রাগ ঝারুন তার ওপর নয়।

২২. মনে রাখবেন, আপনার স্বামীরও আবেগ অনুভূতি আছে। তাই তাকে সুযোগ দিন।

২৩. তার ভালো সঙ্গীদের সাথে যোগাযোগ রাখুন। তাকে বাইরে যেতে উৎসাহিত করুন। যাতে সে নিজেকে বাড়িতে 'আটকে পড়া' মনে না করে।

২৪. যদি আপনার কোন কাজ দেখে সে বিরক্ত হয় তবে সেটা (সম্ভব হলে) বাদ দিন।

২৫. ছোটো খাটো ব্যাপারে হুলস্থুল বাঁধাবেন না। এটা ভালো নয়।

২৬. তাকে বলতে শিখুন—তার অনুপস্থিতিতে বাড়িতে আপনি কি কি চিন্তা ভাবনা করেন। আপনার ভাবনাগুলো তার সাথে শেয়ার করতে শিখুন।

২৭. তার প্রিয় খাবার রান্না করতে শিখুন।

২৮. মজা করুন। যদি আপনি সত্যিই প্রকৃতিগতভাবে রসিক না হন তবে ইন্টারনেটে সার্চ দিন। সেখান থেকে কিছু জোকস শিখুন। তাকে বলুন।

Scanned with CamScanner

২৯. নিশ্চিত করুন—আপনি তার সাথে সবসময় রাতের খাবার খাচ্ছেন।

৩০. নিশ্চিত করুন—তার সব জামাকাপড় পরিষ্কার পরিপাটি থাকছে। যাতে তাকে সবসময় পরিচ্ছন্ন এবং চটপটে মনে হয়।

৩১. তাকে বলুন—আপনি একজন ভালো স্ত্রী, তার সামনে নিজের প্রশংসা করুন। নিজের কিছু ভালো কাজ তার সামনে তুলে ধরুন।

৩২. পরিবারের অন্য সদস্যদের সামনে তার কোন দোষের কথা বিনা প্রয়োজনে কখনোই বলবেন না। যদি তারা আপনার সাথে একমত পোষণ করে আপনি তখন আরো বেশি হতাশ হয়ে পড়বেন যে, সে আসলেই একজন খারাপ স্বামী, আর অন্যরাও জানবে আপনার স্বামী খারাপ।

৩৩. আপনার সময় যাপন করুন বুদ্ধিমত্তার সাথে, দেখবেন সবকিছু সুন্দরভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। যদি আপনি একজন গৃহিনী হন, অনলাইনে বিভিন্ন বিষয়ে ক্লাস নিন। সেখানে সরব থাকুন। যা আপনাকে সুখি করবে, আর বোনাস হিসেবে পাবেন আপনার স্বামীর মুগ্ধতা।

৩৪. সকল কাজ আল্লাহ ﷻ-র সন্তুষ্টির জন্য করুন দেখবেন আল্লাহ ﷻ সকল কাজে বারাকাহ ঢেলে দিয়েছেন।

৩৫. আপনার বাড়িঘর পরিষ্কার রাখুন। অন্তত যেটুকু রাখলে তিনি খুশি হবেন।

৩৬. স্বামী স্ত্রী তাদের একে অপরের ভালো লাগা মন্দ লাগা ব্যাপারগুলো প্রজ্ঞার সাথে আলোচনা করে সংসারে করণীয় বর্জনীয় ঠিক করে নিবে।

৩৭. আপনার স্বামীর সাথে প্রতিযোগিতা করুন, তাকে জিততে দিন। এমনকি যদিও আপনি তার থেকে বেশি উপযুক্ত ও শক্তিশালী হোন।

৩৮. সুস্থ সবল থাকতে নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। যাতে হতে পারেন একজন শক্তিশালী মা, একজন পাকা রাধুনী, একজন দক্ষ ব্যবস্থাপক।

Scanned with CamScanner

৩৯. শালীন ও ভদ্রোচিত আচরন শিখুন। ঘেনরঘেনর করবেন না। উচ্চস্বরে হাসি বা কথা বলবেননা। হাতির মতো থপথপ হাঁটবেন না।

৪০. তার অনুমতি ব্যতিত বাড়ি ছেড়ে যাবেন না। তার অজ্ঞাতসারে তো নয়ই।

৪১. যখন সে পরিশ্রান্ত বা ঘুমে ঢুলুঢুলু, তখন গুরুত্বপূর্ণ বা মতবিরোধপূর্ণ কোন বিষয় তার সাথে শেয়ার করবেন না।

৪২. মনে রাখবেন, অনেক সময় পুরুষের মানসিক অবস্থা নির্ভর করে তার পেটের হালচালের ওপর।

৪৩. সে যেন জানতে পারে আপনি তার কাজকে পছন্দ করেন এবং তার শ্রান্ত হয়ে বাসায় ফেরাটা আপনার খুব ভালো লাগে।

৪৪. প্রতিদিন আপনার চুল আচড়াবেন।

৪৫. কাপড় লন্ড্রি করতে ভুলবেন না (সম্ভব হলে)।

৪৬. তাকে গিফট করে সারপ্রাইজ দিন। সাধ্যের মধ্যে প্রয়োজনীয় জিনিষগুলোই দিন। যেমন—জুতো, তোয়ালে।

৪৭. তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। এমনকি সে যখন কম্পিউটার, বাস্কেটবল জাতীয় প্রসঙ্গে কথা বলে তখনও। যদিও সেসবে আপনার আগ্রহ কম, কিন্তু তার আগ্রহ আছে।

৪৮. তার সখের প্রতি আপনার আগ্রহ তৈরি করুন (যদিও ব্যাপারটা অনেক সময় কঠিন)।

৪৯. কেনাকাটা করতে অত্যাধিক বাইরে যাবেন না। অপ্রয়োজনে টাকা খরচ করবেন না।

৫০. সাজগোজ করুন। প্রণয়ী হোন। তার সাথে প্রেমিকার অভিনয় করুন।

৫১. অন্তরঙ্গ পরিবেশে স্বামীকে সন্তুষ্ট করার কৌশল শিখুন।

৫২. আপনার ত্বকের যত্ন নিন। বিশেষ করে আপনার মুখের। কেননা মুখ আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু।

৫৩. সন্তানদের থেকে আলাদা হয়ে নিজেরা বিশেষ কিছু মুহুর্ত অতিবাহিত করুন। বিশেষ সন্ধ্যা, বিশেষ রাতের খাবার এমন কিছু।

৫৪. যদি আপনি মেলামেশায় সন্তুষ্ট না হোন তাকে বলুন। এটা নিয়ে দুজনে আলাপ করুন। এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করুন

Scanned with CamScanner

এবং সহযোগিতা পাবার উপায় বলে দিন। অবস্থা চরম খারাপ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন না।

৫৫. দুজনের সম্পর্ক মধুময় রাখতে, বন্ধন অটুট থাকতে আল্লাহ ﷻ-র কাছে সাহায্য চান। শয়তানের খারাবি থেকে সম্পর্ক বাঁচিয়ে রাখতে আল্লাহ ﷻ-র কাছে দোআ করুন। দোআর মত কার্যকরী কিছুই নেই।

৫৬. আপনার স্বামীকে অন্যের স্বামীর সাথে তুলনা করবেন না। কখনো বলবেন না, 'ওমুকের স্বামী তো এটা করে না... তুমি কেন...'।

৫৭. আপনার যা আছে তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকুন। কারণ কেউই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। যদি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বামী চান তবে অপেক্ষা করুন। এই আপনারাই জান্নাতে গিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে যাবেন ইনশা আল্লাহ।

৫৮. সবার আগে আল্লাহ ﷻ-র ভালোবাসা অর্জনের চেষ্টা করুন। যদি সব স্ত্রীরা আল্লাহ ﷻ-র ভালোবাসা অর্জনের চেষ্টা আগে করে তবে নিশ্চিতভাবেই তারা তাদের স্বামীর ভালোবাসাও অর্জন করতে পারবে।

৫৯. যদি আপনি আপনার স্বামীর অফিসে যাবার সময়ে টিফিন বক্স রেডি করে দেবার কাজটি করে থাকেন, তবে মাঝে মাঝে একটি ছোট্ট চিরকুট রেখে দিন ভালোবাসার আঁকিবুকি দিয়ে। অথবা কোন ভালোবাসার চিহ্ন রেখে দিন তার ব্রিফকেস কিংবা মানিব্যাগে।

৬০. শেষ রাতের তাহাজ্জুদে তাকে জাগিয়ে দিন। আপনার সাথে সালাত আর মোনাজাতে তাকে শরিক হবার জোর আবদার করুন।

সমাপ্ত

Scanned with CamScanner

বইটি যে কারণে লেখা-

১. অধিকহারে বিবাহ সংক্রান্ত সমস্যা বৃদ্ধি পাওয়া।
২. মুসলিম সমাজে তালাক সংক্রান্ত জটিলতার প্রসার।
৩. স্বামীর বিভিন্ন ব্যাপারে স্ত্রীর অধিক হস্তক্ষেপ এবং স্বামীর নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলা।
৪. পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ধ্যান-ধারণার অনুসরণ ও কুরুচীপূর্ণ সিনেমা দেখার প্রতি মুসলিমদের অধিক আগ্রহ।

পুস্তিকাটি আমি এ বিশ্বাস থেকেই লিখছি যে, অধিকাংশ বৈবাহিক সমস্যা সৃষ্টি হয় নারীর কারণে। তাই আমি আল্লাহ তায়ালার কাছে সাহায্য চাই—আমার এ রচনা দ্বারা যেন নারী-পুরুষ উভয়েই উপকৃত হন। বলাই বাহুল্য, একজন বুদ্ধিমতি ও আন্তরিক নারী মাত্রই জানেন কিভাবে নিজের উত্তম চরিত্র ও আচার-আচরণ এবং আনুগত্য ও সৌন্দর্যের মাধ্যমে স্বামীর ভালবাসাকে জয় করতে হয়।

Scanned with CamScanner